নবম অধ্যায়

নবম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু দ্বাদশ বর্ষ বয়স পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ, রাম, বামন প্রভৃতি অবতারবর্গের লীলা অভিনয়পূর্বক ক্রীড়া এবং তদনন্তর বিংশ বর্ষ বয়স পর্যন্ত তীর্থ-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীগৌর-কৃষ্ণের আজ্ঞায় শ্রীঅনন্তদেব অগ্রেই রাঢ়দেশের অন্তর্গত একচাকা গ্রামে হাড়ো ওঝার গৃহে তৎপত্নী পদ্মাবতীর গর্ভসিন্ধু হইতে নিত্যানন্দচন্দ্ররূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হন। তাঁহার আবির্ভাবের আনুষঙ্গিক ফলেই তদ্দেশস্থ যাবতীয় অমঙ্গল সমূলে বিনষ্ট হইয়াছিল।

বাল্য-লীলায় শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু স্বীয় সহচর শিশুগণ-সঙ্গে কৃষ্ণলীলার অনুকরণপূর্বক নানা-ক্রীড়ায় প্রমত্ত থাকিতেন। কখনও বা শিশুগণ মিলিয়া দেব-সভা রচনা করিতেন, কেহ বা দৈত্যগণের অত্যাচার-ভারাক্রান্তা পৃথিবীর সজ্জায় সজ্জিত হইয়া সেই দেবসভায় স্বীয় ভারাপনোদনার্থ নিবেদন করিলে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু দেবসভার সভ্য-রূপী শিশুগণের সহিত তাহা লইয়া নদীতীরে গমনপূর্বক ক্ষীরোদশায়ী ভগবানের স্তুতি করিতেন। তৎকালে কোন বালক ক্ষীরোদশায়িরূপে অন্যের অলক্ষিতভাবে লুক্কায়িত থাকিয়া "পৃথিবীর ভার-হরণার্থ আমি শীঘ্রই মথুরা-গোকুলে আবির্ভূত হইব"---এইরূপ বলিতেন। তদনন্তর বসুদেব-দেবকীর বিবাহ, বন্দিগৃহে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, কৃষ্ণকে লইয়া বসুদেবের নন্দ-ব্রজে গমন, তথা হইতে যশোদার কন্যা-রূপে আবির্ভূতা মহামায়াকে লইয়া বসুদেবের প্রত্যাগমন, পূতনা-বধ, শকট ভঞ্জন, কৃষ্ণের গোপ-গৃহে দুগ্ধ-নবনীত চৌর্য, ধেনুক, অঘ ও বকাসুরগণের বিনাশ, গো-চারণ, গোবর্ধন-ধারণ, বস্ত্র-হরণ, যজ্ঞপত্নীগণের প্রতি কৃষ্ণের কৃপা, নারদরূপে কংসকে নিভৃতে পরামর্শ প্রদান এবং কুবলয়-নামক হস্তী ও চাণুর, মুষ্টিক-নামক মল্ল ও কংসের বধ-সাধনাদি দ্বাপরীয় লীলার অনুকরণ করিতেন। আবার কখনও বা বামন-রূপে মহারাজ বলিকে বঞ্চনা, কখনও বা রাম-লীলার অভিনয়ে শিশুগণের দ্বারা বানর-সৈন্য রচনা করিয়া সেতু-বন্ধন, স্বয়ং শ্রীলক্ষ্মণরূপে ধনুর্ধারণপূর্বক সুগ্রীবের নিকটে গমন এবং শ্রীরাঘবরূপে পরশুরামের দর্পহরণ, ইন্দ্রজিৎ-বধ, ইন্দ্রজিতের শক্তিশেলে লক্ষ্মণাবেশে স্বয়ং মূর্চ্ছাভিনয়, হনুমানের দ্বারা ঔষধ আনয়ন, হনুমানের ঔষধে মূর্চ্ছা-ভঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ অবতার-লীলা প্রদর্শন করিতেন।

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু দ্বাদশবর্ষ পর্যন্ত এইপ্রকার বাল্যলীলায় রত থাকিয়া বিংশতি বর্ষ যাবৎ আর্য্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের তীর্থসমূহ ভ্রমণ-ছলে শোধন করেন; পরে নবদ্বীপে স্বীয়-প্রভু গৌরসুন্দর-সমীপে আগমন করেন। তীর্থ ভ্রমণ-কালে শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ও শ্রীল ব্রহ্মানন্দপুরীর সঙ্গে নিত্যানন্দপ্রভুর মিলন হয়। এইরূপে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু সশিষ্য শ্রীমন্মাধবেন্দ্র-পুরীর সহিত কিছুদিন কৃষ্ণকথানন্দে যাপন করিয়া সেতুবন্ধ, ধনুতীর্থ, মায়াপুরী, অবন্তী, গোদাবরী, জিওড়-নৃসিংহ, দেবপুরী, ত্রিমল্ল, কূর্মক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থসকলকে তীর্থীভূত করিয়া নীলাচলে আগমন করেন এবং তথায় চতুর্ব্যূহ শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া পরমানন্দে বিহ্বল হন। পরে শ্রীক্ষেত্র হইতে পুনরায় শ্রীমথুরায় প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর সর্বশক্তিমান্ বলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নাম-প্রেম-বিতরণ-লীলা প্রকাশ না করিবার কারণ এবং তদীয় মহিমা-বর্ণনান্তর এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। (গৌঃ ভাঃ)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির বন্ধু।।১।।

গৌরচন্দ্রের জয়—

জয়াদ্বৈতচন্দ্রের জীবন-ধন-প্রাণ।
জয় শ্রীনিবাস-গদাধরের নিধান।।২।।
জয় জগন্নাথ-শচী-পুত্র বিশ্বম্ভর।
জয় জয় ভক্তবৃন্দ প্রিয় অনুচর।।৩।।

নিত্যানন্দাখ্যান-বর্ণন, মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে নিত্যানন্দপ্রভুর রাঢ়ে আবির্ভাব—

পূর্বে প্রভু শ্রীঅনন্ত চৈতন্য-আজ্ঞায়।
রাঢ়ে অবতীর্ণ হই' আছেন লীলায়।।৪।।

রোহিণী-বসুদেবাভিন্ন পদ্মাবতী-হাড়াই উপাধ্যায়—

হাড়ো-ওঝা নামে পিতা, মাতা পদ্মাবতী।
একচাকা-নামে গ্রাম গৌড়েশ্বর তথি।।৫।।

শিশুরূপি-নিত্যানন্দের রূপ-গুণ—

শিশু হইতে সুস্থির সুবুদ্ধি গুণবান্।
জিনিঞা কন্দর্পকোটি লাবণ্যের ধাম।।৬।।

নিত্যানন্দাবির্ভাবে জগতে সর্বশুভোদয়—

সেই হৈতে রাঢ়ে হৈল সর্ব-সুমঙ্গল।
দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্য-দোষ খণ্ডিল সকল।।৭।।

গৌরাবির্ভাব-দিনে তদভিন্ন-দ্বিতীয়তনু তৎসেবকপ্রবর নিত্যানন্দের আনন্দধ্বনি—

যে-দিনে জন্মিলা নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র।
রাঢ়ে থাকি' হুঙ্কার করিলা নিত্যানন্দ।।৮।।

নিত্যানন্দের হুঙ্কারে সমগ্র বিশ্বের মূর্চ্ছা—

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইল হুঙ্কারে।
মূর্চ্ছাগত হৈল যেন সকল-সংসারে।।৯।।

তৎসম্বন্ধে নানালোকের নানা মত—

কথো লোক বলিলেক,—''হৈল বজ্রপাত।
কথো লোক মানিলেক পরম উৎপাত।।১০।।
কথো লোক বলিলেক,—জানিলুঁ কারণ।
গৌড়েশ্বর-গোসাঞির হইল গর্জন।।''১১।।

বিষ্ণুমায়া প্রভাবে তাহাদের মূলবিষ্ণুস্বরূপ নিত্যানন্দতত্ত্বে অনভিজ্ঞতা—

এইমত সর্বলোক নানা-কথা গায়।
নিত্যানন্দে কেহ নাহি চিনিল মায়ায়।।১২।।

স্বীয় যোগমায়া প্রভাবে গুপ্তভাবে নিত্যানন্দের ক্রীড়া—

হেনমতে আপনা' লুকাই' নিত্যানন্দ।
শিশুগণ-সঙ্গে খেলা করেন আনন্দ।১৩।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

আদি ২য় অঃ ৩১, ৩৮-৪০ ও ১২৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। লীলায়,---প্রপঞ্চে স্বীয় নিত্য অপ্রাকৃত লীলা অবতরণ করাইয়া অর্থাৎ নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাক্রমে।।৪।।

হাড়ো ওঝা,---মৈথিল-ব্রাহ্মণের 'উপাধ্যায়'----এই কৌলিক উপাধির অপভ্রংশই 'ওঝা' বা 'ঝাঁ'। হাড়াইপণ্ডিত ও পদ্মাবতী, আদি ২য় অঃ ৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

একচাকা,---আদি ২য় পঃ ৩৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

গৌড়েশ্বর,---গৌড়ীয়গণের অধীশ্বর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু জীবগণের অনর্থ-নিবৃত্ত করাইয়া অপ্রাকৃত শুদ্ধ বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্যরস-সেবাধিকার-দানে গৌড়ীয়গণের পরমগতি বিধান করেন।

তথি,---'তথা' বা 'তথায়'-শব্দ জাত, প্রাচীন বাঙ্গালা পদ্যে ব্যবহৃত। 'গৌড়েশ্বর' পাঠান্তরে,---'মৌরেশ্বর যথি'।

মৌরেশ্বর বা ময়ূরেশ্বর-নামক গ্রাম পূর্বে রেশমের গুটী ও সূত্র-নির্মাণের বৃহৎ বাণিজ্য-স্থান বলিয়া বিখ্যাত ছিল। কাহারও মতে,--তত্রস্থ প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ।।৫।।

নিত্যানন্দের শিশুসঙ্গিগণ-সহ (ক) দ্বাপর-যুগীয় কৃষ্ণলীলাভিনয়—

শিশুগণ-সঙ্গে প্রভু যত ক্রীড়া করে।
শ্রীকৃষ্ণের কার্য বিনা আর নাহি স্ফুরে।।১৪।।

(১) দেবসভায় পৃথিবীর অত্যাচার-বর্ণন—

দেব-সভা করেন মিলিয়া শিশুগণে।
পৃথিবীর রূপে কেহ করে নিবেদনে।।১৫।।

(২) ক্ষীরসমুদ্র-তটে দেবগণের বিষ্ণুস্তুতি—

তবে পৃথ্বী লৈয়া সবে নদী-তীরে যায়।
শিশুগণ মেলি' স্তুতি করে ঊর্ধরায়।।১৬।।

(৩) মথুরায় অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া ভগবানের আশ্বাস-দান—

কোন শিশু লুকাইয়া ঊর্ধ করি' বোলে।
"জন্মিবাঙ গিয়া আমি মথুরা-গোকুলে।।"১৭।।

(৪) বসুদেব ও দেবকীর বিবাহ—

কোনদিন নিশাভাগে শিশুগণ লৈয়া।
বসুদেব-দেবকীর করায়েন বিয়া।।১৮।।

(৫) কারাগৃহে গভীর রাত্রিতে কৃষ্ণ-জন্ম—

বন্দিঘর করিয়া অত্যন্ত নিশাভাগে।
কৃষ্ণ-জন্ম করায়েন, কেহ নাহি জাগে।।১৯।।

(৬) গোকুলে যশোদা-গৃহে কৃষ্ণকে রক্ষণ ও তথা হইতে মহামায়াকে আনয়ন—

গোকুল সৃজিয়া তথি আনেন কৃষ্ণেরে।
মহামায়া দিলা লৈয়া ভাঙ্গিলা কংসেরে।।২০।।

(৭) পূতনার স্তন-পান ও বধ-সাধন—

কোন শিশু সাজায়েন পুতনার রূপে।
কেহ স্তন পান করে উঠি' তা'র বুকে।।২১।।

আদি ২য় অঃ ১৩৩ ও আদি ৪র্থ অঃ ৪৭-৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। কীর্তন-দুর্ভিক্ষ ও জড়াভিমানরূপ দারিদ্র্য বিদূরিত হইয়া লোকহৃদয়ে কৃষ্ণকীর্তন ও কৃষ্ণদাস্যাভিমান উদিত হইল।

গৌড়েশ্বর-গোসাঞি,---মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-স্বরূপদামোদরস্বরূপ তাঁহার মিত্রদ্বয় রূপ-সনাতনের সহিত কৃষ্ণের উজ্জ্বল মধুর-রস-সেবার মালিক। তাঁহারও গৌড়েশ্বর বা গৌড়ীয়েশ্বর, এজন্য নিত্যানন্দপ্রভুই 'গৌড়েশ্বর-গোস্বামী' আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন।।১১।।

মায়ায়,---নিখিল-বিষ্ণুতত্ত্বের আকরস্বরূপ শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দের তটস্থ-জীবমোহিনী বহিরঙ্গা মায়াশক্তিবশতঃ। যাঁহারা বিষ্ণুমায়ার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বয়ের বশবর্তী, তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব বুঝিতে পারেন না। মায়ামুগ্ধ জীবগণের মধ্যে কেহ বলেন,---শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মৈথিল বিপ্র; কেহ বলেন,---তিনি বঙ্গীয় রাঢ়ীয় শ্রেণীর শ্রোত্রিয়-বিপ্র গৃহে বিবাহ করিয়াছিলেন; কেহ বলেন,---অবর-কুলোদ্ভূত। এই সকল মায়া-প্রতারিত বা মায়া প্রত্যায়িত দর্শনে শ্রীনিত্যানন্দের স্বরূপ নির্ণীত হয় না; আবার প্রাকৃতবুদ্ধিবশে কেহ কেহ এরূপও বলেন,---শ্রীনিত্যানন্দান্বয় শ্রীবীরভদ্রপ্রভুর অধস্তন শৌক্রসন্তানগণ ---নিত্যানন্দবীর্য-বিশিষ্ট, সুতরাং শৌক্র-জন্মবলে ঈশ্বরস্থানীয়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তাঁহারা ইহামূত্রফলভোগকামপর কর্মজড় মায়াবদ্ধ স্মার্তের বশীভূত কেন ? কেহ বলেন,---বীরভদ্রের গৃহস্থ পুত্রত্রয় তাঁহার শিষ্যমাত্র; কেননা, বারুড়িগাঁই ও বটব্যালীগাঁই---এই উভয় গ্রামীর মধ্যেই তাঁহার পুত্র কল্পিত হওয়ায় তাঁহারা কেহই লৌকিকবিচারে ঔরসজাত পুত্র নহেন, জানা যায়। প্রাকৃত-বিচার নিপুণ ব্যক্তিগণ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বহিরঙ্গা মায়াশক্তি প্রভাবে বিক্ষিপ্ত ও আবৃত হইয়া তাঁহার সহিত প্রাকৃতসম্বন্ধ-স্থাপনে প্রয়াসী হইয়া তাঁহাকে তাঁহাদের ন্যায় মায়ামুগ্ধ জীবকোটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ও গণিত করিবার চেষ্টা করায় ভীষণ অপরাধ আবাহন করে,---ইহাই শ্রীনিত্যানন্দ বলদেবের অসুর-বঞ্চনময়ী প্রচ্ছন্ন-লীলা।।১২।।

শ্রীনিত্যানন্দ-রামপ্রভু সহচর শিশুদিগের সহিত যে ক্রীড়া করিতেন, তন্মধ্যে কখনও বা গোকুল-লীলা, কখনও বা মাথুর লীলা, কখনও বা দ্বারকা-লীলা প্রভৃতি অভিনয় করিয়া স্বীয় প্রভু গৌরকৃষ্ণের ইচ্ছাপূরণ ও লীলার সহায়তা করিতেন, দেখা যাইত।।১৪।।

দেবসভা,---'সুধর্মা'-নাম্নী দেবসভা।।১৫।।

নদীতীরে,---অর্থাৎ 'ক্ষীর-পয়োনিধি-তীরে'।।১৬।।

(৮) শকট-ভঞ্জন—

কোনদিন শিশু-সঙ্গে নলখড়ি দিয়া।
শকট গড়িয়া তাহা ফেলেন ভাঙ্গিয়া।।২২।।

(৯) গোপগৃহে নবনীত-চৌর্য—

নিকটে বসয়ে যত গোয়ালার ঘরে।
অলক্ষিতে শিশু-সঙ্গে গিয়া চুরি করে।।২৩।।

অহর্নিশ নিত্যানন্দ-সঙ্গে শিশুগণের ক্রীড়া—

তাঁ'রে ছাড়ি' শিশুগণ নাহি যায় ঘরে।
রাত্রিদিন নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে।।২৪।।

সঙ্গি শিশুগণের গুরুজনবর্গের নিত্যানন্দ প্রতি স্নেহ—

যাহার বালক, তা'রা কিছু নাহি বোলে।
সবে স্নেহ করিয়া রাখেন লৈয়া কোলে।।২৫।।

নিত্যানন্দ-কর্তৃক কৃষ্ণলীলাভিনয় দর্শনে সকলের বিস্ময়—

সবে বোলে,—''নাহি দেখি হেন দিব্য খেলা।
কেমনে জানিল শিশু এত কৃষ্ণলীলা?''২৬।।

(১০) কালিয়-দমন—

কোনদিন পত্রের গড়িয়া নাগগণ।
জলে যায় লইয়া সকল শিশুগণ।।২৭।।
ঝাঁপ দিয়া পড়ে কেহ অচেষ্ট হইয়া।
চৈতন্য করায় পাছে আপনি আসিয়া।।২৮।।

(১১) ধেনুকাসুর-বধ—

কোনদিন তালবনে শিশুগণ লৈয়া।
শিশু-সঙ্গে তাল খায় ধেনুক মারিয়া।।২৯।।

(১২-১৪) অঘ-বক-বৎসাসুর বধ—

শিশু-সঙ্গে গোষ্ঠে গিয়া নানা-ক্রীড়া করে।
বক-অঘ-বৎসাসুর করি' তাহা মারে।।৩০।।

(১৫) অপরাহ্ণে গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাগমন—

বিকালে আইসে ঘর গোষ্ঠীর সহিতে।
শিশুগণ-সঙ্গে শৃঙ্গ বাইতে বাইতে।।৩১।।

(১৬) গোবর্ধন-ধারণ—

কোনদিন করে গোবর্ধন-ধর-লীলা।
বৃন্দাবন রচি' কোনদিন করে খেলা।।৩২।।

(১৭) গোপীবস্ত্র-হরণ, (১৮) যজ্ঞপত্নীগণ-প্রতি কৃপা—

কোনদিন করে গোপীর বসন-হরণ।
কোনদিন করে যজ্ঞপত্নী-দরশন।।৩৩।।

(১৯) দেবর্ষি কর্তৃক কংসকে মন্ত্রণা-দান—

কোন শিশু নারদ কাচয়ে দাড়ি দিয়া।
কংস-স্থানে মন্ত্র কহে নিভৃতে বসিয়া।।৩৪।।

(২০) অক্রূর কর্তৃক মথুরায় রামকৃষ্ণানয়ন—

কোনদিন কোন শিশু অক্রূরের বেশে।
লৈয়া যায় রাম-কৃষ্ণে কংসের নির্দেশে।।৩৫।।

(২১) শ্রীরাধানুগ-গোপীভাবে কৃষ্ণবিরহে নিত্যানন্দের ক্রন্দন—

আপনি যে গোপীভাবে করেন ক্রন্দন।
নদী বহে হেন, সব দেখে শিশুগণ।।৩৬।।

বিষ্ণুমায়া-প্রভাবে সকলের নিত্যানন্দতত্ত্বানুপলব্ধি—

বিষ্ণু-মায়া-মোহে কেহ লখিতে না পারে।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে সব বালক বিহরে।।৩৭।।

(ভাঃ ১০।১।১৭-২৩ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকের উক্তি—) 'রাজবেষী দৃপ্ত দৈত্যগণের অসংখ্য সৈন্যের ভুরিভারে আক্রান্ত হইয়া পৃথিবী ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করিল। অত্যাচার-খিন্না ভূমি গাভীর রূপ ধারণপূর্বক অশ্রুমুখী হইয়া করুণ-স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে বিভুর (ব্রহ্মার) সমীপে উপস্থিত হইয়া স্বীয় বিপদ-বার্তা জ্ঞাপন করিল। তচ্ছ্রবণে রুদ্র ও দেবগণের সহিত ব্রহ্মা ক্ষীর-বারিধির তীরে গমন করিলেন। সেই স্থানে গমন করিয়া সমাধিগত-চিত্তে পুরুষসূক্ত-দ্বারা দেবদেব সনাতনধর্মবর্মা পুরুষোত্তমকে স্তব করিতে লাগিলেন। তৎকালে আকাশমার্গে উচ্চারিত বাণী সমাধিযোগে শ্রবণ করিয়া বিধাতা দেবতাগণকে কহিলেন,—হে অমরগণ, তোমরা আমার নিকট ভগবদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া অচিরেই তদনুরূপ বিধান কর! আমাদের বিজ্ঞাপনের পূর্বেই ভগবান্ পৃথিবীর তাপ-বৃত্তান্ত অবধারণ করিতে পারিয়াছেন। তোমরা নিজ-নিজ অংশে যদুকুলে জন্মগ্রহণ কর। সর্বেশ্বরেশ্বর ভগবান্ স্বীয় কালশক্তিদ্বারা পৃথিবীর ভার ক্ষয় করাইয়া ভূতলে বিচরণ করিবেন। সেই সাক্ষাৎ পরমপুরুষ ভগবান্ বসুদেব-গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন।।১৫-১৭।।

(২২) মথুরায় সজ্জিত-বেযে গমন—

মধুপুরী রচিয়া ভ্রমেন শিশু-সঙ্গে।
কেহ হয় মালী, কেহ মালা পরে রঙ্গে।।৩৮।।

(২৩) কুব্জার নিকট গন্ধমাল্য-গ্রহণ, (২৪) ধনুর্ভঙ্গ—

কুব্জা-বেশ করি' গন্ধ পরে তা'র স্থানে।
ধনুক গড়িয়া ভাঙ্গে করিয়া গর্জনে।।৩৯।।

(২৫-২৭) কুবলয় নামক হস্তী, চাণূর ও মুষ্টিক-নামক মল্লদ্বয়ের বধ ও (২৮) কংস-নিধন—

কুবলয়, চাণুর, মুষ্টিক-মল্ল মারি'।
কংস করি' কাহারে পাড়েন চুলে ধরি'।।৪০।।

(২৯) কংসের বধাভিনয়ান্তে শিশুগণ-সহিত নিত্যানন্দ-নৃত্যদর্শনে সকলের হর্ষ—

কংসবধ করিয়া নাচয়ে শিশু-সঙ্গে।
সর্বলোক দেখি' হাসে বালকের রঙ্গে।।৪১।।

নিত্যানন্দ কর্তৃক সর্বাবতার-লীলাভিনয়-ক্রীড়া—

এইমত যতযত অবতার-লীলা।
সব অনুকরণ করিয়া করে খেলা।।৪২।।

(খ) বামন-লীলাভিনয়—(১) বলিরাজার নিকট ত্রিপাদভূমি যাচ্ঞা—

কোনদিন নিত্যানন্দ হইয়া বামন।
বলি-রাজা করি' ছলে তাহান ভুবন।।৪৩।।

(২) গুরুব্রুব-শুক্রাচার্যের বামনদেব-বিরোধ ও বলিকে আত্মনিবেদনে নিবারণ, (৩) বলি-কর্তৃক গুরুব্রুবের আদেশলঙ্ঘন, বামনদেবকে সর্বস্বভিক্ষা-প্রদানরূপ আত্মনিবেদন, (৪) বামনদেবের বলিকে স্বীয় নিত্যসেবকত্বে বরণ—

বৃদ্ধ-কাচে শুক্ররূপে কেহ মানা করে।
ভিক্ষা লই' চড়ে প্রভু শেষে তান' শিরে।।৪৪।।

কৃষ্ণজন্ম করায়েন,---(ভাঃ ১০।৩।৮)---'পূর্বদিকে পূর্বচন্দ্রোদয়ের ন্যায় দেব (শুদ্ধসত্ত্ব) রূপিণী দেবকীর গর্ভে সর্ব-হৃদয়ান্তর্যামী ভগবান্ বিষ্ণু আবির্ভূত হইলেন।

কেহ নাহি জাগে,---(ভাঃ ১০।৩।৪৮)---'জাগ্রদবস্থা থাকিলেও বিষ্ণু মায়ার প্রভাবে দ্বারপাল ও পৌরজনবর্গের সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি অপহৃত হওয়ায় তাহারা অতি-ঘোরনিদ্রায় অভিভূত হইল।।'১৯।।

গোকুল ..... কংসেরে,---(ভাঃ ১০।৩।৫১-৫২)---'শূরসেন তনয় বসুদেব নন্দ-ব্রজে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ গোপগণকে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া পুত্রকে যশোদার শয্যায় স্থাপন ও তাঁহার কন্যাকে গ্রহণপূর্বক গৃহে পুনরাগমন করিলেন এবং দেবকীর শয্যায় কন্যাটীকে স্থাপনপূর্বক পদদ্বয়ে পুনর্বার লৌহ-শৃঙ্খল বন্ধন করিয়া পূর্ববৎ বন্ধনাবস্থায় রহিলেন।'

দিলা লৈয়া,---ব্রজবাসিনী যশোদার পক্ষ হইতে বলিতে গেলে, এ-স্থলে যশোদারূপী শিশু বসুদেবরূপী শিশুর নিকট মহামায়ারূপী শিশুটীকে প্রদান এবং কৃষ্ণরূপী শিশুটীকে গ্রহণ করিলেন।

পাঠান্তরে ' লৈয় দিয়া', মথুরাকারাবাসী বসুদেবের পক্ষ হইতে বলিতে গেলে, সে-স্থলে বসুদেবরূপী শিশু যশোদারূপী শিশুর নিকট মহামায়ারূপী শিশুটীকে গ্রহণ এবং কৃষ্ণরূপী শিশুটীকে প্রদান করিলেন।।২০।।

পূতনার বুকে কৃষ্ণের স্তন পান,---(ভাঃ ১০।৬।১০)---সেই ঘোরা রাক্ষসী পূতনা শিশুরূপী কৃষ্ণকে স্বীয় ক্রোড়ে গ্রহণপূর্বক তীক্ষ্ণ-হলাহলপূর্ণ স্তন প্রদান করিলে ভগবান্ও রোষভরে হস্তদ্বয়-দ্বারা দৃঢ়ভাবে পীড়ন করিয়া উহা তাহার প্রাণের সহিত পান করিয়া ফেলিলেন।।'২১।।

নলখড়ি,---ঘাস-জাতীয় বৃহদাকার শূন্যগর্ভ দৃঢ়গাত্র তৃণবিশেষ, 'খাক্ড়া', শরগাছ।

শকট-ভঞ্জন, (ভাঃ১০।৭।৭-৮)---'শকটের অধোদেশে শয়ান শিশুরূপী কৃষ্ণ স্তনার্থী হইয়া রোদন করিতে করিতে কোমল পদদ্বয় উৎক্ষেপণ করিলে পদাহত শকট বিপর্যস্ত হইয়া গেল।।''২২।।

গোয়ালা,---(সংস্কৃত ' গোপাল'-শব্দের প্রাকৃত অপভ্রংশ 'গোঅল'-শব্দ, তাহা হইতে নিষ্পন্ন)।

গোয়ালার ঘরে শিশুসঙ্গে চুরি,---(ভাঃ ১০।৮।২৯)---''স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ'' অর্থাৎ গোপীগণ যশোদার নিকট কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছেন,---'তোমার এই বালক কখনও বা চৌর্যবৃত্তির উপায় কল্পনাপূর্বক আমাদের গৃহস্থিত স্বাদু দধি-দুগ্ধ হরণ করিয়া ভক্ষণ করে।।''২৩।।

(গ) রাঘবলীলাভিনয়-(১) বানরগণের সাহায্যে সেতুবন্ধ—

কোনদিন নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ করে।
বানরের রূপ সব শিশুগণ ধরে।।৪৫।।
ভেরেণ্ডার গাছ কাটি' ফেলায়েন জলে।
শিশুগণ মেলি' 'জয় রঘুনাথ' বোলে।।৪৬।।

(২) স্ত্রীসঙ্গবশে সুগ্রীবের স্বপ্রতিজ্ঞা-বিস্মৃতি-দর্শনে লক্ষ্মণের ক্রোধভরে সুগ্রীব-সমীপে গমন ও শাসনোক্তি—

শ্রীলক্ষ্মণ-রূপ প্রভু ধরিয়া আপনে।
ধনু ধরি' কোপে চলে সুগ্রীবের স্থানে।।৪৭।।
"আরেরে বানরা, মোর প্রভু দুঃখ পায়।
প্রাণ না লইমু যদি, তবে ঝাট আয়।।৪৮।।
মাল্যবান্-পর্বতে মোর প্রভু পায় দুঃখ।
নারীগণ লৈয়া, বেটা, তুমি কর সুখ?"৪৯।।

(৩) ভার্গব দর্প-বিনাশ—

কোনদিন ক্রুদ্ধ হৈয়া পরশুরামেরে।
"মোর দোষ নাহি, বিপ্র, পলাহ সত্বরে।।"৫০।।

(৪) ঋষ্যমূক-পর্বতে লক্ষ্মণ-কর্তৃক সুগ্রীবাদি বানরগণের পরিচয়-জিজ্ঞাসা—

লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু হয় সেইরূপ।
বুঝিতে না পারে শিশু মানয়ে কৌতুক।।৫১।।
পঞ্চ-বানরের রূপে বুলে শিশুগণ।
বার্তা জিজ্ঞাসয়ে প্রভু হইয়া লক্ষ্মণ।।৫২।।
"কে তোরা বানরা সব, বুল' বনে-বনে।
আমি-রঘুনাথ-ভৃত্য, বোল মোর স্থানে।।"৫৩।।

(৫) বানরগণের পরিচয়-প্রদান ও রাঘবদর্শনাকাঙ্ক্ষা—

তা'রা বোলে,—"আমরা বালির ভয়ে বুলি।
দেখাহ শ্রীরামচন্দ্র, লই পদধূলি।।"৫৪।।

নাগগণ,—এস্থলে, কালিয়-সর্পাদির অভিনয়; জলে,—এস্থলে কালিন্দী-মধ্যবর্তি-হ্রদের জলে।।২৭।।

(ভাঃ ১০।১৫।৪৮-৫২)—'একদিন বলরামকে না লইয়াই কৃষ্ণ সখাগণের সহিত কালিন্দী-তীরে গমন করিলেন। তথায় গো ও গোপালকগণ নিদাঘ-তাপপীড়িত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া সর্পবিষ-দূষিত কালিন্দীর জল পান করায়, সকলে গতপ্রাণ হইয়া জলসমীপে পতিত হইল। যোগেশ্বরেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া স্বীয় অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টিদ্বারা পুনর্জীবিত করিলেন।।'২৮।।

তালবন,—(ভাঃ ১০।১৫।২১)—"সুমহদ্বনং তালালি সঙ্কুলম্।"

ধেনুক মারিয়া,—ধেনুকাসুরের বধ সাধন করিয়া; (ভাঃ ১০।১৫।৩২)—'ভগবান্ শ্রীবলরাম একহস্তে সেই ধেনুকাসুরের পদদ্বয় ধারণপূর্বক পরিভ্রমণ করাইয়া তালবৃক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু পরিভ্রমণ ফলে পূর্বেই সে জীবন ত্যাগ করিয়াছিল।।"২৯।।

গোষ্ঠে নানা ক্রীড়া,—(ভাঃ ১০।১১।৩৯-৪০) 'রাম ও কৃষ্ণ নানা ক্রীড়ায় মত্ত ও নানা-পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া সখাগণের সহিত কখনও বেণু বাদন, কখনও ফলাদি উৎক্ষেপণ, কখনও পদদ্বারা পৃথিবী-তাড়ন, কখনও বৎসপালগণের গাত্রে কম্বলাদি জড়িত করিয়া কৃত্রিম গো-বৃষ করিয়া আপনারাও বৃষবৎ শব্দ করিতে করিতে তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ, কখনও বা বিবিধ জন্তুর অনুকরণপূর্বক শব্দ করিতেন।'

বক-বধ,—বকাসুরের বধ; —(ভাঃ ১০।১১।৫১)—'সাধুদিগের পতি শ্রীকৃষ্ণ কংস-সখা সেই বকাসুর আসিতেছে দেখিয়া দুইহস্তে তাহার চঞ্চুর্দ্বয় ধারণপূর্বক দেবগণের হর্ষ উৎপাদন করিয়া বালকগণের দৃষ্টির সম্মুখে উহাকে গ্রন্থিহীন তৃণের ন্যায় অনায়াসে বিদারণ করিয়া ফেলিলেন।'

অঘ-বধ,—অঘাসুরের বধ; —(ভাঃ ১০।১২।৩০-৩১)—'অব্যয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই অঘাসুরকে চূর্ণ করিবার ইচ্ছায় তাহার গলদেশস্থিত শিশু ও বৎসগণের সহিত আপনাকে অতিবেগে বর্ধিত করিলেন। তাহাতে সেই অতিকায় অসুরের মুখ-কণ্ঠ-পথ নিরুদ্ধ ও চক্ষুর্দ্বয় বহির্গত হইল এবং তাহার দেহমধ্যে বায়ু নিরুদ্ধ হওয়ায় ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়া গেল।'

(৬) তাহাদের রাঘবচরণ-দর্শন—

তা'সবারে কোলে করি' আইসে লইয়া।
শ্রীরাম-চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া।।৫৫।।

(৭) মেঘনাদ-বধ, (৮) লক্ষ্মণের পরাজয়াভিনয়—

ইন্দ্রজিৎ-বধ-লীলা কোনদিন করে।
কোনদিন আপনে লক্ষ্মণ-ভাবে হারে।।৫৬।।

(৯) রাঘবের বিভীষণ-দর্শন ও লঙ্কা-রাজ্যে অভিষেক—

বিভীষণ করিয়া আনেন রাম-স্থানে।
লঙ্কেশ্বর-অভিষেক করেন তাহানে।।৫৭।।

(১০) রাবণ-কর্তৃক লক্ষ্মণ-প্রতি শক্তিশেল-নিক্ষেপ ও লক্ষ্মণের গভীর মূর্ছাভিনয়—

কোন শিশু বোলে,—''মুঞি আইলুঁ রাবণ।
শক্তিশেল হানি এই, সম্বর' লক্ষ্মণ!''৫৮।।

বৎস-বধ,—বৎসাসুরের বধ; —(ভাঃ ১০।১১।৪৩)—'সেই অসুরের পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয়ের সহিত লাঙ্গুল ধারণপূর্বক শূন্যে পরিভ্রমণ করাইয়া কপিত্থবৃক্ষের উপর নিক্ষেপ করিয়া সংহার করিলে ভগ্ন-কপিত্থবৃক্ষসমূহের সহিত সেও ভূতলে পতিত হইল।।'৩০।।

শৃঙ্গ,—'শিঙ্গা', শৃঙ্গদ্বারা প্রস্তুত বাদ্যযন্ত্র, বিষাণ।

বাইতে বাইতে,—সংস্কৃত 'বাদি'-ধাতু হইতে 'বাদন', তাহা হইতে প্রাকৃত অপভ্রংশ (প্রথম পুরুষে) 'বায়', তাহা হইতে অসমাপিকা-ক্রিয়ায় 'বাইতে' অর্থাৎ বাজাইতে।।৩১।।

গোবর্ধনধর-লীলা,—(ভাঃ ১০।২৫।১৯)—'বালক যেমন ছত্র ধারণ করে, শ্রীকৃষ্ণ তদ্রূপ একহস্তেই গোবর্ধন-গিরি তুলিয়া ধারণ করিলেন।'

রচি',—রচনা করিয়া।।৩২।।

গোপীর বসন-হরণ, ভাঃ ১০।২২।১-২৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

যজ্ঞপত্নী-দরশন,—ভাঃ ১০।২৩।১৮-৩২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।।৩৩।।

কাচয়ে,—হিন্দী 'কাছ' (কচ্ছ)-শব্দ হইতে, অথবা সংস্কৃত কচ্-ধাতু (বন্ধনার্থক) হইতে 'কাচা'-শব্দ; অভিনয়ার্থ ছদ্ম বা কাল্পনিক বেশ গ্রহণ করা, অথবা লীলা-খেলা, ক্রীড়াকৌতুক বা নাচ-তামাসা করা।

দাড়ি, (সংস্কৃত 'দাঢ়ি'-(কা)' হইতে), শ্মশ্রু। শ্রীনারদ ঋষির পাঠ অভিনয়কালে পক্বশ্মশ্রু-শোভিত-বদনে অভিনয় করিবার রীতি পূর্বে প্রসিদ্ধ ছিল এবং অদ্যাপি আছে; তদনুকরণে চিত্রাদিতেও তিনি তদ্রূপই অঙ্কিত।

কংস স্থানে (নারদের) মন্ত্র,—(ভাঃ ১০।৩৬।১৭)—'কংসমিত্র অসুরগণের বিনাশান্তে একদা দেবর্ষি-নারদ কংসের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—দেবকীর অষ্টম গর্ভরূপে প্রসিদ্ধা কন্যাই বস্তুতঃ যশোদার কন্যা, যশোদার সুতরূপে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ—দেবকীরই পুত্র, রোহিণী-পুত্র রাম—দেবকীরই সপ্তম পুত্র, অথবা নন্দসুতরূপে প্রসিদ্ধ রাম—বসুদেবভার্যা রোহিণীরই পুত্র। বসুদেব ভয় পাইয়া নিজমিত্র শ্রীনন্দের নিকট সেই পুত্রদ্বয়কে ন্যস্ত করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাই তোমার লোকদিগকে বিনাশ করিয়াছেন।'

মন্ত্র,—সন্ধি-বিগ্রহাদি বিষয়ক গুপ্তনীতি, রাজনৈতিক মন্ত্রণা, যুক্তি, গোপনে পরামর্শ।।৩৪।।

কংস-নির্দেশে অক্রূরের মথুরায় রামকৃষ্ণানয়ন,—(ভাঃ ১০।৩৬।৩০, ৩৭)—''হে অক্রূর, তুমি নন্দ-ব্রজে গমন কর, তথায় বসুদেবের পুত্রদ্বয় বিদ্যমান; এই রথে করিয়া তাঁহাদিগকে অবিলম্বে এস্থানে আনয়ন কর। * * ধনুর্যজ্ঞনিরীক্ষণ ও যদুপুরীর শোভা-দর্শনার্থ সেই রাম-কৃষ্ণ নামক বালকদ্বয়কে শীঘ্র আনয়ন কর।'' (ভাঃ ১০।৩৮।১)—'মহামতি অক্রূর সেই রাত্রি মধুপুরীতে বাস করিয়া পরদিবস রথারোহণে নন্দগোকুলে যাত্রা করিলেন।।' ৩৫।।

গোপীভাবে ক্রন্দন,—ভা ১০ম স্কন্ধ ৩০-৩১ অঃ দ্রষ্টব্য।

নদী বহে,—নয়নে অশ্রু নদী বহিতেছে।।৩৬।।

লখিতে,—সংস্কৃত লক্ষ্-ধাতু হইতে 'লখা' অর্থাৎ ('দেখা' প্রাচীন বাঙ্গালা-পদ্যে ব্যবহৃত), লক্ষ্য করিতে, দেখিতে।।৩৭।।

এত বলি' পদ্মপুষ্প মারিল ফেলিয়া।
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু পড়িলা ঢলিয়া।।৫৭।।

মূর্ছিত হইলা প্রভু লক্ষ্মণের ভাবে।
জাগায় ছাওয়াল সব, তবু নাহি জাগে।।৬০।।

মধুপুরী, মথুরা,---পূর্বে মধু-নামক অসুর তথায় বাস করিত। তৎপুত্র লবণাসুর ত্রেতা যুগে শত্রুঘ্নহস্তে নিহত হয়।।

কুব্জার স্থানে গন্ধ পরে,---(ভাঃ ১০।৪২।৩-৪)---কুব্জা কহিল,---"তোমরা দুই জন ভিন্ন আর কে-ই বা এই গন্ধানুলেপন পাইতে পারে?"---এই বলিয়া কুব্জা শ্রীরাম-কৃষ্ণকে ঘন অনুলেপন প্রদান করিল।"

ধনুক . . . . গর্জনে,---(ভাঃ ১০।৪২।১৭-১৮)---"কংসের ধনুর্যজ্ঞশালায় গমন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ দর্শক-জনগণের সমক্ষে অবলীলাক্রমে বাম করে ধনুর্গ্রহণ ও নিমিষ-মধ্যে উহাতে জ্যা যোজনপূর্বক আকর্ষণ করিয়া, মদমত্ত হস্তী যেরূপ ইক্ষুদণ্ড ভগ্ন করে, তদ্রূপ মধ্যভাগে ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। সেই ধনু যখন ভগ্ন হইতে লাগিল, তখন উহার শব্দ আকাশ, অন্তরীক্ষ ও দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করিল এবং কংস তচ্ছ্রবণে অতিশয় ভয় প্রাপ্ত হইল।।"৩৯।।

কুবলয়,---কংসাদেশে কৃষ্ণবিনাশার্থ মল্লরঙ্গদ্বারে স্থিত 'কুবলয়াপীড়' নামক গজরাজ। (ভাঃ ১০।৪৩।১৩-১৪)---'সেই গজরাজ শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে দ্রুতবেগে আসিতেছে দেখিয়া ভগবান্ মধুসূদন হস্তদ্বারা উহার শুণ্ড গ্রহণপূর্বক ভূতলে পাতিত করিলেন। অতঃপর ভগবান্ শ্রীহরি পশুরাজ সিংহের ন্যায়, অবললীলাক্রমে পদদ্বারা আক্রমণ করিয়া সেই পতিত গজরাজের দন্ত উৎপাটনপূর্বক তদ্দ্বারা উহাকে ও উহার চালককে (হস্তিপককে) বধ করিলেন।'

চাণুর,---রামকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত কংস নিযুক্ত মল্লবীরদ্বয়ের অন্যতম। (ভাঃ ১০।৪৪।২২-২৩) 'অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ চাণূরকে দুইবাহুর মধ্যে গ্রহণ করিয়া বহুবার ঘুরাইতে ঘুরাইতে ক্ষীণপ্রাণ চাণূরকে ভূপৃষ্ঠে আছড়াইতে লাগিলেন। তাহাতে স্রস্তকেশ, স্রস্তবেশ ও স্রস্তমাল্য হইয়া বজ্রের ন্যায় সে পতিত হইল।'

মুষ্টিক,---রাম কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত কংসনিযুক্ত মল্লবীরদ্বয়ের অন্যতম। (ভাঃ ১০।৪৪।২৪-২৫),---বলভদ্রের করতালাঘাতে কম্পিত ও ব্যথিত হইয়া মুখদ্বারা রক্ত বমন করিতে করিতে বাতাহত পাদপের ন্যায় গতাসু হইয়া মুষ্টিক ভূতলে পতিত হইল।'

মল্ল,---মল্ল্ (ধারণ করা) + অ, বাহুযোদ্ধা, 'কুস্তিগীর', 'পালোয়ান'।।৪০।।

কংসবধ,---(ভাঃ ১০।৪৪।৩৪, ৩৬-৩৭),---'অব্যয় ভগবান্ কংসবাক্যে অতিশয় কুপিত হইয়া লাঘব সহকারে বেগে লম্ফ প্রদানপূর্বক উত্তুঙ্গ-মঞ্চোপরি আরোহণ করিলেন।। * * দুর্বিষহ উগ্রতেজাঃ শ্রীকৃষ্ণ, গরুড় যেমন সর্পকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ তাহাকে বলপূর্বক গ্রহণ করিলেন। কেশে ধৃত হইবামাত্র কংসের কিরীট ভ্রষ্ট হইলে, তাহাকে উত্তুঙ্গমঞ্চ হইতে রঙ্গোপরি নিক্ষেপ করিয়া ভগবান্ তদুপরি পতিত হইলেন। তাহাতেই কংস প্রাণত্যাগ করিল।।'৪১।।

ছলে,---ছলনা বা বঞ্চনা করেন। ভুবন,---ত্রিভুবন।

বামনরূপে বলি-রাজার ভুবন-ছলন,---(ভাঃ ৮ম স্কঃ ১৮শ-২৩শ অঃ দ্রষ্টব্য।।৪৩।।

বৃদ্ধকাচে,---বৃদ্ধসজ্জায় বা বৃদ্ধবেশে।

মানা,---'মা' (মানে অর্থাৎ সম্মান্ করে) না,---এই বাক্য হইতে ক্রমশঃ 'মানা', নিষেধ বা বারণ করা।

শুক্রকর্তৃক বলিকে নিবারণ,---ভাঃ ৮।১৯।৩০-৪৩, এবং ঐ ২০ অঃ ১-১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

চড়ে তা'র শিরে,---তাহার মস্তকে আরোহণ করেন অর্থাৎ নিগ্রহানন্তর বলির বন্ধন মোচনপূর্বক তাঁহার দ্বারপালত্ব স্বীকার করিলেন (ভাঃ ৮।২২।৩৫, ৮।২৩।৬, ১০ দ্রষ্টব্য)।।৪৪।।

বানরগণের দ্বারা সেতুবন্ধ, (ভাঃ ৯।১০।১২শ ও ১৬শ শ্লোকদ্বয়ার্ধ)---'ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র বানর-সৈন্যসহ সমুদ্রতীরে গমন করিলেন এবং শরণাগত ভীত সমুদ্রের স্তব বাক্য শ্রবণ করিয়া অসংখ্য কপীন্দ্রকর-কম্পিত বহুবৃক্ষশোভিত নানাবিধ গিরিশৃঙ্গদ্বারা সমুদ্রের উপর সেতু বন্ধন করিলেন।' এবং রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে ২২শ সর্গে ৫১-৬৯ এবং মহাভাঃ বনপর্বে ২৮২ অঃ ৪১-৪৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।।৪৫।।

বহির্দৃষ্টিতে লক্ষ্মণাবেশে নিত্যানন্দের মূর্ছা-দর্শনে শিশুগণের ক্রন্দন ও পিতামাতার মূর্ছা—

পরমার্থে ধাতু নাহি সকল-শরীরে।
কান্দয়ে সকল শিশু হাত দিয়া শিরে।।৬১।।
শুনি' পিতা-মাতা ধাই' আইল সত্বরে।
দেখয়ে,—পুত্রের ধাতু নাহিক শরীরে।।৬২।।
মূর্ছিত হইয়া দোঁহে পড়িলা ভূমিতে।
দেখি' সর্ব্বলোক আসি' হইলা বিস্মিতে।।৬৩।।

সঙ্গি-শিশুগণ-কর্তৃক মূর্ছার পূর্বঘটনা-বর্ণন—

সকল বৃত্তান্ত তবে কহিল শিশুগণ।
কেহ বোলে,—"বুঝিলাঙ ভাবের কারণ।।৬৪।।

নিত্যানন্দের মূর্ছাকে লীলা-সঙ্গোপন-জ্ঞানে কাহারও বা পূর্বদৃষ্টান্ত-কথন—

পূর্বে দশরথ-ভাবে এক নটবর।
'রাম-বনবাসী' শুনি' এড়েন কলেবর।।"৬৫।।

অভিনয়মুখে শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণের চৈতন্য-সম্পাদনার্থ হনুমানকে ঔষধানয়নার্থ আদেশ—

কেহ বোলে,—"কাচ কাচি' আছয়ে ছাওয়াল।
হনূমান্ ঔষধ দিলে হইবেক ভাল।।"৬৬।।

মূর্ছা-লীলার পূর্বে তদ্বিষয়ে স্বয়ং প্রভুরই সঙ্গিগণকে তদ্রূপ উপদেশ দান—

পূর্বে প্রভু শিখাইয়াছিলেন সবারে।
"পড়িলে, তোমরা বেড়ি' কান্দিহ আমারে।।৬৭।।
ক্ষণেক বিলম্বে পাঠাইহ হনূমান্।
নাকে দিলে ঔষধ, আসিবে মোর প্রাণ।।"৬৮।।

সঙ্কর্ষণাবতার-লক্ষ্মণ-ভাবে নিত্যানন্দের মূর্ছা-দর্শনে সঙ্গি-শিশুগণের মোহ—

নিজভাবে প্রভু মাত্র হৈলা অচেতন।
দেখি' বড় বিকল হৈলা শিশুগণ।।৬৯।।

ভেরেণ্ডার গাছ,---অর্থাৎ সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধনের নিমিত্ত বানরগণকর্তৃক উৎপাটিত ও সমুদ্রবক্ষে নিক্ষিপ্ত অসংখ্য পর্বতশৃঙ্গ, প্রস্তরখণ্ড ও বৃক্ষাদির অনুকরণে। জলে,---অর্থাৎ সমুদ্র-জলে।।৪৬।।

ধনু ধরি' ..... স্থানে,---রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ৩১শ সঃ ১০-৩০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।।৪৭।।

আরেরে বানরা ..... কর সুখ,---রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ৩৪শ সঃ ৭-১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

মাল্যবান্ পর্বতে,---রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ২৮শ সর্গে ১ম শ্লোকে মাল্যবান্ পর্বতের উল্লেখ থাকিলেও ২৭শ সর্গে ১ম ও ২৯শ শ্লোকে 'প্রস্রবণ'-পর্বতের কথা উল্লিখিত আছে কিন্তু মহাভারতে বনপর্বে রামোপখ্যানে ২৭৯ অধ্যায়ে ২৬ ও ৪০ শ্লোকে এবং ২৮১ অধ্যায়ে ১ম শ্লোকে মাল্যবান্ পর্বতেরই উল্লেখ দৃষ্ট হয়।।৪৮-৪৯।।

পরশুরামের প্রতি শ্রীরাঘবের ক্রোধোক্তি,---ভাঃ৯।১০।৭ম শ্লোকার্ধ---'শ্রীরাঘব হরধনুর্ভঞ্জনান্তে সীতাদেবীকে লাভ করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়কারী ভার্গব পরশুরাম ধনুর্ভঙ্গজনিত মহানাদ শ্রবণে ক্ষুভিত হইয়া পথিমধ্যে উপস্থিত হইলে ভগবান্ তাঁহার বদ্ধমূল গর্ব খর্ব করিলেন।' রামায়ণে আদিকাণ্ডে ৭৬ সর্গ এবং মহাভাঃ বনপর্বে ৯৯ অঃ ৪২-৫৫ ও ৬১-৬৪।

মোর দোষ নাহি,---অর্থাৎ ভার্গবের পরুষবাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবান্ শ্রীরাঘব তাঁহার হস্ত হইতে বৈষ্ণবধনু ও শর গ্রহণপূর্বক বলিতেছেন,---'আপনার তপোবলার্জিত গতি কিংবা স্বকর্মার্জিত অপ্রতিম লোকসমূহ বিনাশ করি,---আমার এরূপ ইচ্ছা হইতেছে, তজ্জন্য আমার প্রতি দোষারোপ করিতে পারিবেন না'।।৫০।।

ভাবে, এস্থলে আবেশে, সংস্কারে।।৫১।।

পঞ্চ বানরের,---কপিপতি সুগ্রীব ও তাঁহার মন্ত্রিচতুষ্টয় হনুমান, নল, নীল ও তার (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ৩১শ সঃ ৪), অথবা হনুমান, জাম্ববান্, মৈন্দ ও দ্বিবিধ (মহাভাঃ বনপর্বে ২৭৯ অ ২৩ শ্লোক)।।৫২।।

রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে ২য়-৪র্থ সর্গ এবং মহাভাঃ বনপর্বে ২৭৯ অধ্যায়ে ৯।১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।।৫২-৫৫।।

ইন্দ্রজিৎবধলীলা, রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে ৮৮-৯১ সর্গের ৬৪, ৬৮-৭২ শ্লোক এবং মহাভাঃ বনপর্বে ২৮৮ অঃ ১৫-২৪ শ্লোক্ দ্রষ্টব্য।

সহচরগণের প্রভূক্ত উপদেশ-বিস্মৃতি ও ক্রন্দন—

ছন্ন হইলেন সবে, শিক্ষা নাহি স্ফুরে।
''উঠ ভাই'' বলি' মাত্র কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।।৭০।।

এক্ষণে ঔষধ শব্দ-শ্রবণেই পূর্বোপদেশ-স্মরণ, তৎক্ষণাৎ (১১) হনুমানাবেশে ঔষধানয়নে যাত্রা—

লোকমুখে শুনি' কথা হইল স্মরণ।
হনূমান্-কাচে শিশু চলিল তখন।।৭১।।

(১২) হনুমান্ ও তপস্বিবেষী কালনেমি-সংবাদ—হনুমান্‌কে নিধনেচ্ছায় কালনেমির অতিথি-সৎকার-ছলনায় কপট আদর—

আর এক শিশু পথে তপস্বীর বেশে।
ফল-মূল দিয়া হনূমানে্‌রে আশংসে।।৭২।।
''রহ, বাপ, ধন্য কর' আমার আশ্রম।
বড় ভাগ্যে আসি' মিলে তোমা'-হেন জন।।''৭৩।।
হনূমান্ বোলে,—''কার্যগৌরবে চলিব।
আসিবারে চাহি, রহিবারে না পারিব।।৭৪।।
শুনিঞাছ,—রামচন্দ্র-অনুজ লক্ষ্মণ।
শক্তিশেলে তাঁরে মূর্ছা করিল রাবণ।।৭৫।।
অতএব যাই আমি গন্ধমাদন।
ঔষধ আনিলে রহে তাঁহান জীবন।।''৭৬।।
তপস্বী বোলয়ে,—''যদি যাইবা নিশ্চয়।
স্নান করি' কিছু খাই' করহ বিজয়।।''৭৭।।

নিত্যানন্দ সঙ্গি-শিশুদ্বয়ের অভিনয়ে সকলের বিস্ময়—

নিত্যানন্দ-শিক্ষায় বালকে কথা কহে।
বিস্মিত হইয়া সর্বলোকে চাহি রহে।।৭৮।।

(১৩) কুম্ভীররূপি-অসুরের সহিত হনুমানের যুদ্ধ ও জয়লাভ—

তপস্বীর বোলে সরোবরে গেলা স্নানে।
জলে থাকি' আর শিশু ধরিল চরণে।।৭৯।।
কুম্ভীরের রূপ ধরি' যায় জলে লঞা।
হনূমান্ শিশু আনে কূলেতে টানিয়া।।৮০।।
কথোক্ষণে রণ করি' জিনিয়া কুম্ভীর।
আসি' দেখে হনুমান্ আর মহাবীর।।৮১।।

(১৪) অন্য এক রাক্ষসের সহিত হনুমানের যুদ্ধ ও জয়লাভ—

আর এক শিশু ধরি' রাক্ষসের কাচে।
হনুমানে খাইবারে যায় তা'র পাছে।।৮২।।

লক্ষ্মণ-ভাবে হারে, রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে ৪৫,৪৯,৫০ ও ৭৩ সর্গ এবং মহাভাঃ বনপর্বে ২৮৭ অধ্যায়ে ২০-২৬ এবং ২৮৮ অঃ ১-৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য।।৫৬।।

রামস্থানে বিভীষণের আগমন ও লঙ্কেশ্বররূপে তাঁহাকে অভিষেক,—রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে ১৮ সর্গে ৩৯ শ্লোক ও ১৯ সর্গ ২৫-২৬ শ্লোক এবং মহাভাঃ বনপর্বে ২৮২ অঃ ৪৬ ও ৪৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।।৫৭।।

হানি,—(হা-ধাতু হইতে), ত্যাগ করি, নিক্ষেপ করি, মারি, আঘাত বা প্রহার করি। সম্বর'—সম্বরণ কর, 'সাম্‌লাও', 'আট্‌কাও', 'বাঁচাও', 'থামাও', 'ঠেকাও', দমন, নিবারণ, বাধা প্রদান বা গতি রোধ কর।।৫৮।।

পদ্মপুষ্প,—শক্তিশেলের অনুকরণ।।৫৯।।

শক্তিশেলাঘাতে লক্ষ্মণের মূর্ছাভিনয়,—রামায়ণে লঙ্কা কাণ্ডে ১০১ সর্গে ২৮-৩৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

জাগায়েন ছাওয়াল,—বানরশ্রেষ্ঠগণের অভিনয়ে নিত্যানন্দসঙ্গী শিশুগণ।।৬০।।

পরমার্থে.....শরীরে,—অর্থাৎ দেহে চৈতন্য নাই, নিস্পন্দ ও মর্মাহত হইয়াছেন। পরমার্থ-ধাতু,—চৈতন্য, প্রাণ।।৬১।।

ভাবের,—অচেতন ও মূর্ছিত দশার বা অবস্থার।।৬৪।।

নটবর,—অভিনয়-কুশল, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।

রামের বনবাস-চিন্তায় দশরথের দেহত্যাগ,—রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ৬৪ সর্গে ৭৫-৭৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।।৬৫।।

হনুমান....ভাল,—ইহা বানররাজ সুষেণের উক্তি (লঙ্কাকাণ্ডে ১০২ সর্গে ২৯-৩১ শ্লোক দ্রষ্টব্য)।।৬৬ ও ৬৮।।

নিজ-ভাবে,—নিজাংশ মহাসংকর্ষণাবতার লক্ষ্মণের ভাবে বা আবেশে।

বিকল,—বিগত হইয়াছে কলা অর্থাৎ বুদ্ধি যাহার, ব্যাকুল, অস্থির, অবশ, বিহ্বল, অশক্ত।।৬৯।।

"কুম্ভীর জিনিলা, মোরে জিনিবা কেমনে?
তোমা' খাঙ, তবে কেবা জীয়াবে লক্ষ্মণে?"৮৩।।
হনূমান্ বোলে—"তোর রাবণা কুক্কুর।
তা'রে নাহি বস্তু বুদ্ধি, তুই পালা দূর।।"৮৪।।
এইমত দুইজনে হয় গালাগালি।
শেযে হয় চুলাচুলি, তবে কিলাকিলি।।৮৫।।
কথোক্ষণ সে কৌতুকে জিনিঞা রাক্ষসে।
গন্ধমাদনে আসি' হইলা প্রবেশে।।৮৬।।

(১৫) গন্ধমাদন-পর্বতে গন্ধর্বগণের সহিত হনুমানের যুদ্ধ ও জয়লাভ—

তঁহি গন্ধর্বের বেশ ধরি' শিশুগণ।
তা'-সবার সঙ্গে যুদ্ধ হয় কতক্ষণ।।৮৭।।

(১৬) লঙ্কায় হনুমানের গন্ধমাদনানয়ন—

যুদ্ধে পরাজয় করি' গন্ধর্বের গণ।
শিরে' করি' আনিলেন গন্ধমাদন।।৮৮।।

(১৭) বানর-বৈদ্য সুষেণের লক্ষ্মণ-নাসিকায় বিশল্যকরণী-প্রদান—

আর এক শিশু তঁহি বৈদ্যরূপ ধরি'।
ঔষধ দিলেন নাকে 'শ্রীরাম' স্মঙরি'।।৮৯।।

নিত্যানন্দের সংজ্ঞা-লাভ দর্শনে পিতামাতার হর্য—

নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু উঠিলা তখনে।
দেখি' পিতা-মাতা আদি হাসে সর্বজনে।।৯০।।

পুত্রকে পিতার অঙ্কে ধারণ—

কোলে করিলেন গিয়া হাড়াই-পণ্ডিত।
সকল বালক হইলেন হরষিত।।৯১।।

সকলের জিজ্ঞাসায় শিশু নিত্যানন্দের উত্তর-প্রদান—

সবে বোলে,—"বাপ, ইহা কোথায় শিখিলা?"
হাসি' বোলে প্রভু,—"মোর এ-সকল লীলা।।"৯২।।

সুকোমল-তনু প্রভুকে সর্বক্ষণ সকলের অঙ্কে ধারণেচ্ছা—

প্রথম-বয়স প্রভু অতি সুকুমার।
কোল হৈতে কারো চিত্ত নাহি এড়িবার।।৯৩।।

প্রেমের একমাত্র বিষয় পরমাত্মরূপি-প্রভুর প্রতি সকলের স্নেহ ও তন্মায়া বশে তত্তত্ত্বজ্ঞানাভাব—

সর্বলোকে পুত্র হৈতে বড় স্নেহ বাসে।
চিনিতে না পারে কেহ বিষ্ণুমায়া-বশে।।৯৪।।

কৃষ্ণলীলার অভিনয়েই নিত্যানন্দের আনন্দ—

হেনমতে শিশুকাল হৈতে নিত্যানন্দ।
কৃষ্ণলীলা বিনা আর না করে আনন্দ।।৯৫।।

শিশুগণের সর্বক্ষণ নিত্যানন্দ-সহ বিহার—

পিতা-মাতা-গৃহ ছাড়ি' সর্বশিশুগণ।
নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে সর্বক্ষণ।।৯৬।।

নিত্যানন্দ-সঙ্গি-শিশুগণকে নিত্যানন্দৈকনিষ্ঠ সেবকবর গ্রন্থকারের প্রণাম—

সে সব শিশুর পা'য়ে বহু নমস্কার।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে যাঁ'র এমত বিহার।।৯৭।।

ছন্ন,—'মতিচ্ছন্ন', নষ্টমতি, ভ্রষ্টবুদ্ধি, হতজ্ঞান।

শিক্ষা,—অর্থাৎ 'হনুমান্‌কে প্রেরণপূর্বক ঔষধ আনাইয়া প্রভুর নাসিকায় প্রদান',—নিত্যানন্দপ্রভুর এইরূপ উপদেশ (পূর্ববর্তী ৬৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।।৭০।।

তপস্বি-বেষী কালনেমি-নামক রাবণের মাতুল-রাক্ষসের সহিত হনুমানের আলাপ এবং যুদ্ধে কুম্ভীর, রাক্ষস ও গন্ধর্বগণের পরাজয়-সাধন প্রভৃতি আখ্যান বাল্মীকি-কৃত মূল-রামায়ণে দৃষ্ট হয় না।।৭২-৮৬।।

আশংসে,—অভ্যর্থনা করে (প্রাচীন বাঙ্গালায় ব্যবহৃত)।।৭২।।

কার্যগৌরবে,—স্বীয় কর্তব্য-কর্মের গুরুত্ব-নিবন্ধন।।৭৪।।

তা'রে নাহি বস্তু-বুদ্ধি,—তাহাকেই (তোর প্রভু কুক্কুর তুল্য রাবণকেই) 'অবস্তু' অর্থাৎ নিতান্ত অসার বা অপদার্থ বলিয়া জ্ঞান করি।।৮৪।।

গালাগালি,—পরস্পর কটুবাক্য-প্রয়োগ। চুলাচুলি,—পরস্পর কেশাকর্ষণ। কিলাকিলি,—পরস্পর মুষ্ট্যাঘাত।।৮৫।।

কৃষ্ণলীলা ব্যতীত অন্যত্র নিত্যানন্দের অপ্রীতি—

এইমত ক্রীড়া করি' নিত্যানন্দ-রায়।
শিশু হৈতে কৃষ্ণলীলা বিনা নাহি ভায়।।৯৮।।

মূল-সঙ্কর্ষণ নিত্যানন্দ-কৃপাবলেই নিত্যানন্দলীলা-স্ফূর্তি—

অনন্তের লীলা কেবা পারে কহিবারে?
তাঁহান কৃপায় যেনমত স্ফুরে যা'রে।।৯৯।।

দ্বাদশ বর্ষান্তে তীর্থসমূহ তীর্থীকরণার্থ নিত্যানন্দের যাত্রা—

হেন মতে দ্বাদশ বৎসর থাকি' ঘরে।
নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে।।১০০।।

বিংশবর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত প্রভুর তীর্থোদ্ধার লীলা, তৎপর মহাপ্রভু-সহ মিলন—

তীর্থযাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর।
তবে শেষে আইলেন চৈতন্য-গোচর।।১০১।।

গ্রন্থকার-কর্তৃক নিত্যানন্দ-কৃপা-মাহাত্ম্য-বর্ণন—

নিত্যানন্দ-তীর্থযাত্রা শুন আদিখণ্ডে।
যে প্রভুরে নিন্দে দুষ্ট পাপিষ্ঠ পাষণ্ডে।।১০২।।
যে-প্রভু করিলা সর্বজগৎ উদ্ধার।
করুণা-সমুদ্র যাঁহা বই নাহি আর।।১০৩।।
যাঁহার কৃপায় জানি চৈতন্যের তত্ত্ব।
যে প্রভুর দ্বারে ব্যক্ত চৈতন্য-মহত্ত্ব।।১০৪।।

গৌরপ্রেষ্ঠ নিত্যানন্দের তীর্থোদ্ধার-লীলা-বর্ণনারম্ভ—

শুন শ্রীচৈতন্য-প্রিয়তমের কথন।
যেমতে করিলা তীর্থমণ্ডলী ভ্রমণ।।১০৫।।

(ক) আর্যাবর্তে—(১) বক্রেশ্বরে, (২) বৈদ্যনাথে—

প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর।
তবে বৈদ্যনাথ-বনে গেলা একেশ্বর।।১০৬।।

(৩) গয়ায়, (৪) কাশীতে, (৫) গঙ্গায়—

গয়া গিয়া কাশী গেলা শিব-রাজধানী।
যঁহি ধারা বহে গঙ্গা উত্তরবাহিনী।।১০৭।।
গঙ্গা দেখি' বড় সুখী নিত্যানন্দ-রায়।
স্নান করে, পান করে, আর্তি নাহি যায়।।১০৮।।

(৬) প্রয়াগে, (৭) মথুরায়—

প্রয়াগে করিলা মাঘমাসে প্রাতঃস্নান।
তবে মথুরায় গেলা পূর্বজন্ম-স্থান।।১০৯।।

(৮) যামুনবিশ্রাম-ঘাটে, (৯) গোবর্ধনে—

যমুনা-বিশ্রামঘাটে করি' জলকেলি।
গোবর্ধন-পর্বতে বুলেন কুতূহলী।।১১০।।

(১০) দ্বাদশ বনে—

শ্রীবৃন্দাবন-আদি যত দ্বাদশ বন।
একে-একে প্রভু সব করেন ভ্রমণ।।১১১।।

(১১) গোকুলে—

গোকুলে নন্দের ঘর-বসতি দেখিয়া।
বিস্তর রোদন প্রভু করিলা বসিয়া।।১১২।।

(১২) হস্তিনাপুরে—

তবে প্রভু মদনগোপাল নমস্করি'।
চলিলা হস্তিনাপুর পাণ্ডবের পুরী।।১১৩।।

বানরবৈদ্য সুষেণের অনুকরণে বৈদ্য-লীলাভিনয়কারী শিশুর লক্ষ্মণ-ভাবিত নিত্যানন্দের নাসিকায় গন্ধমাদন-জাত বিশল্যকরণি, সাবর্ণ্যকরণি, সঞ্জীবকরণি ও সন্ধান-করণি, এই ঔষধচতুষ্টয়-প্রদান-লীলাভিনয়,—রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে ১০২ সর্গে ৩১ ও ৪১-৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।।৮৯।।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বিমুখ পতিত জীবে দয়া করিয়া সমগ্র জীব-জগৎ উদ্ধার করিয়াছিলেন। দুষ্ট, পাপাত্মা ও পাষণ্ডিগণই কৃপা লাভে বঞ্চিত হইয়া তাঁহার নিন্দা করিয়াছিল।

এ জগতে শ্রীনিত্যানন্দই শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব জানাইয়াছেন। তাঁহার কৃপা ব্যতীত কাহারও নিজ চেষ্টা-দ্বারা শ্রীচৈতন্যমহত্ত্বে প্রবেশ করিবার সামর্থ্য নাই।।১০২-১০৪।।

শ্রীনিত্যানন্দের পদাঙ্ক-পূত তীর্থসমূহ,-শ্রীবলদেবের তীর্থ-পর্যটন-বর্ণন-প্রসঙ্গে ভাঃ ১০ম স্কন্ধ ৭৮ অঃ ১৭-২০ শ্লোক, '৭৯ অঃ ৯-২১ শ্লোকের টীকাকারগণের নির্দিষ্ট স্থানসকল দ্রষ্টব্য।।১০৫-১৫১, ১৯৪-২০২।।

প্রভুর চিত্তবৃত্তি বুঝিতে অভক্ত তীর্থবাসিগণের অসামর্থ্য—

ভক্তস্থান দেখি' প্রভু করেন ক্রন্দন।
না বুঝে তৈর্থিক ভক্তিশূন্যের কারণ।।১১৪।।

হস্তিনাপুরে সেবকাভিমানে নিজকেই নিজের প্রণাম—

বলরাম কীর্তি দেখি' হস্তিনানগরে।
'ত্রাহি হলধর!' বলি' নমস্কার করে।।১১৫।।

(১৩) দ্বারকায়—

তবে দ্বারকায় আইলেন নিত্যানন্দ।
সমুদ্রে করিলা স্নান, হইলা আনন্দ।।১১৬।।

(১৪) সিদ্ধপুরে, (১৫) মৎস্যতীর্থে—

সিদ্ধপুর গেলা যথা কপিলের স্থান।
মৎস্য-তীর্থে মহোৎসবে করিলা অন্ন দান।।১১৭।।

(১৬) শিবকাঞ্চীতে, (১৭) বিষ্ণুকাঞ্চীতে—

শিব-কাঞ্চী, বিষ্ণু-কাঞ্চি গেলা নিত্যানন্দ।
দেখি' হাসে দুই গণে মহা-মহা-দ্বন্দ্ব।।১১৮।।

(১৮) কুরুক্ষেত্রে, (১৯) পৃথূদকে, (২০) বিন্দুসরোবরে,
(২১) প্রভাসে, (২২) সুদর্শন-তীর্থে—

কুরুক্ষেত্রে পৃথূদকে বিন্দু-সরোবরে।
প্রভাসে গেলেন সুদর্শন-তীর্থবরে।।১১৯।।

(২৩) ত্রিতকূপে, (২৪) বিশালাতে, (২৫) ব্রহ্মতীর্থে, (২৬)
চক্রতীর্থে—

ত্রিতকূপ মহাতীর্থ গেলেন বিশালা।
তবে ব্রহ্মতীর্থ চক্রতীর্থেরে চলিলা।।১২০।।

(২৭) প্রতিস্রোতায়, (২৮) প্রাচী-সরস্বতীতে,
(২৯) নৈমিষারণ্যে—

প্রতিস্রোতা গেলা যথা প্রাচী-সরস্বতী।
নৈমিষারণ্যে তবে গেলা মহামতি।।১২১।।

(৩০) অযোধ্যায়—

তবে গেলা নিত্যানন্দ আযোধ্যা-নগর।
রাম-জন্মভূমি দেখি' কান্দিলা বিস্তর।।১২২।।

(৩১) শৃঙ্গবেরপুরে—

তবে গেলা গুহক-চণ্ডাল-রাজ্য যথা।
মহামূর্ছা নিত্যানন্দ পাইলেন তথা।।১২৩।।

ত্রেতাযুগীয় পরম ভক্ত গুহকের সৌখ্য স্মরণে
নিত্যানন্দের আনন্দ-মূর্ছা—

গুহক-চণ্ডাল মাত্র হইল স্মরণ।
তিনদিন আছিলা আনন্দে অচেতন।।১২৪।।

শ্রীরাম-বিরহে লক্ষ্মণাবেশে প্রভুর ক্রন্দন-লুণ্ঠন—

যে-যে-বনে আছিলা ঠাকুর রামচন্দ্র।
দেখিয়া বিরহে গড়ি' যায় নিত্যানন্দ।।১২৫।।

(৩২) সরযূতে, (৩৩) কৌশিকীতে, (৩৪) পুলস্ত্যাশ্রমে—

তবে গেলা সরযু কৌশিকী করি' স্নান।
তবে গেলা পৌলস্ত্য-আশ্রম পুণ্যস্থান।।১২৬।।

(৩৫) গোমতীতে, (৩৬) গণ্ডকীতে, (৩৭) শোণে,
(৩৮) মহেন্দ্রগিরিতে, (৩৯) হরিদ্বারে—

গোমতী, গণ্ডকী, শোণ-তীর্থে স্নান করি'।
তবে গেলা মহেন্দ্রপর্বত-চূড়োপরি।।১২৭।।
পরশুরামেরে তথা করি' নমস্কার।
তবে গেলা গঙ্গা-জন্মভূমি হরিদ্বার।।১২৮।।

(৪০) পম্পা, (৪১) ভীমা, (৪২) গোদাবরী, (৪৩) বেণ্বা ও
(৪৪) বিপাশা নদীতে—

পম্পা, ভীমরথী গেলা সপ্তগোদাবরী।
বেণ্বা-তীর্থে, বিপাশায় মজ্জন আচরি'।।১২৯।।

একেশ্বর,—একাকী, অন্য-সঙ্গ-রহিত হইয়া।।১০৬।।

পূর্বজন্মস্থান,—দ্বাপর যুগীয় লীলার আবির্ভাব-ভূমি।।১০৯।।

তৈর্থিক,—তীর্থবাসিব্রুব, স্থানীয় অধিবাসী, ভক্তি শূন্যের কারণ,—ভক্তিরাহিত্য-হেতু।।১১৪।।

দেখি' হাসে . . . . . দ্বন্দ্ব,—বিষ্ণুকাঞ্চীস্থিত বিষ্ণুর গণ (বৈষ্ণব) এবং শিবকাঞ্চীস্থিত সংকর্ষণভক্ত-শিবের গণ (শৈব),—এই উভয়গণের পরস্পরের মধ্যে বিষ্ণু ও শিবের স্বরূপ বা তত্ত্ব বিষয়ে অনভিজ্ঞতা-মূলে মহা দ্বন্দ্ব অর্থাৎ তীব্র-বিরোধ-দর্শনে মূলসংকর্ষণ-বিষ্ণু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু হাস্য করিতে লাগিলেন।।১১৮।।

(৪৫) মাদুরায়, (৪৬) শ্রীশৈলে সেবক-দম্পতি হর-গৌরীকে দর্শন ও তৎসমীপে ভিক্ষা-গ্রহণ—

কার্তিক দেখিয়া নিত্যানন্দ মহামতি।
শ্রীপর্বত গেলা যথা মহেশ-পার্বতী।।১৩০।।
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী-রূপে মহেশ-পার্বতী।
সেই শ্রীপর্বতে দোঁহে করেন বসতি।।১৩১।।

হর-গৌরীর পরমহংসবেষী স্বীয় আরাধ্য মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দের দর্শন-সুখ-লাভ—

নিজ-ইষ্টদেব চিনিলেন দুইজন।
অবধূতরূপে করে তীর্থ পর্যটন।।১৩২।।

পরমবৈষ্ণবী সেবিকা-বরা পার্বতীর ইষ্টদেব-সেবনার্থ নৈবেদ্য-রন্ধন—

পরম-সন্তোষ দোঁহে অতিথি দেখিয়া।
পাক করিলেন দেবী হরষিত হৈয়া।।১৩৩।।
পরম-আদরে ভিক্ষা দিলেন প্রভুরে।
হাসি' নিত্যানন্দ দোঁহে করে নমস্কারে।।১৩৪।।

(খ) দাক্ষিণাত্যে বা দ্রাবিড়ে—

কি অন্তর-কথা হৈল, কৃষ্ণ সে জানেন।
তবে নিত্যানন্দপ্রভু দ্রাবিড়ে গেলেন।।১৩৫।।

কুদুপুস্তরে (?)–(৪৭) ব্যেঙ্কটনাথ-স্থানে, (৪৮) কামকোটী-পুরীতে, (৪৯) কাঞ্চীতে ও (৫০) কাবেরীতে—

দেখিয়া ব্যেঙ্কটনাথ কামকোষ্ঠী-পুরী।
কাঞ্চী গিয়া সরিদ্বরা গেলেন কাবেরী।।১৩৬।।

(৫১) শ্রীরঙ্গমে, (৫২) হরিক্ষেত্রে—

তবে গেলা শ্রীরঙ্গনাথের পুণ্যস্থান।
তবে করিলেন হরিক্ষেত্ররে পয়ান।।১৩৭।।

(৫৩) ঋষভ-পর্বতে, (৫৪) মাদুরায়, (৫৫) কৃতমালায়, (৫৬) তাম্রপর্ণীতে, (৫৭) উত্তরা-যমুনায় (?)—

ঋষভ-পর্বতে গেলা দক্ষিণ-মথুরা।
কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, যমুনা উত্তরা।।১৩৮।।

(৫৮) মলয়-পর্বতে অগস্ত্যাশ্রমে—

মলয়-পর্বত গেলা অগস্ত্য-আলয়ে।
তাহারাও হৃষ্ট হৈলা দেখি' মহাশয়ে।।১৩৯।।

(৫৯) বদরিকাশ্রমে—

তা'সবার অতিথি হইলা নিত্যানন্দ।
বদরিকাশ্রমে গেলা পরম-আনন্দ।।১৪০।।
কতদিন নর-নারায়ণের আশ্রমে।
আছিলেন নিত্যানন্দ পরম-নির্জনে।।১৪১।।

(৬০) ব্যাসাশ্রম শম্যাপ্রাসে ভিক্ষা-গ্রহণ—

তবে নিত্যানন্দ গেলা ব্যাসের আলয়ে।
ব্যাস চিনিলেন বলরাম মহাশয়ে।।১৪২।।
সাক্ষাৎ হইয়া ব্যাস আতিথ্য করিলা।
প্রভুও ব্যাসেরে দণ্ড-প্রণত হইলা।।১৪৩।।

(৬১) বৌদ্ধালয়ে বৌদ্ধ-দলন—

তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন।
দেখিলেন প্রভু,—বসি' আছে বৌদ্ধগণ।।১৪৪।।

প্রতিস্রোতা (সরস্বতী),—ভাঃ ১০।৭৮।১৮ শ্লোকের শ্রীধর-স্বামিপ্রভৃতি টীকাকারগণের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। চলিত ভাষায় 'উজানবাহিনী', অর্থাৎ প্রভাস-ক্ষেত্রেই সরস্বতীনদী পশ্চিমবাহিনী হইয়া সাগর-সঙ্গম লাভ করিয়াছে। উত্তর ও পশ্চিম-ভারতে বহুতীর্থ ভ্রমণকারী শ্রীমদ্বল্লভাচার্য ভাঃ ১০।৭৮।১৮ শ্লোকের স্ব-কৃত 'সুবোধিনী' টীকায় শ্রীবলদেবের ভ্রমণ-বিষয়ে লিখিয়াছেন, —"প্রভাসে গত্বা সঙ্কল্পং কৃত্বা ততো নির্গত ইত্যাহ,—স্নাত্বা প্রভাসমিতি * * প্রভাসেঽগ্নিকুণ্ডে সঙ্গমে বা স্নাত্বা ততো * * সরস্বতীতীরে এব প্রতিস্রোত যথা ভবতি তথা যযৌ * *।" বিশেষতঃ ভাঃ ১১ স্ক ৩০ অঃ ৬ শ্লোকে স্পষ্টভাবেই লিখিত আছে,—'বয়ং প্রভাসং যাস্যামো যত্র প্রত্যক্ সরস্বতী।।' ইহার শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা—'প্রত্যক্ পশ্চিমবাহিনী' এবং শ্রীবীররাঘবাচার্যকৃত 'ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা টীকা—'বয়ং তু প্রভাসং নাম ক্ষেত্রং যাস্যামঃ; তদ্বিশিনষ্টি,—যত্র প্রত্যক্‌বাহিনী সরস্বতী নদী সমুদ্রং প্রবিশতীতি শেষঃ।।'১২১।।

সরিদ্বরা—কাবেরী-নদীর বিশেষণ।।১৩৬।।

জিজ্ঞাসেন প্রভু, কেহ উত্তর না করে।
ক্রুদ্ধ হই' প্রভু লাথি মারিলেন শিরে।।১৪৫।।
পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া।
বনে ভ্রমে' নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া।।১৪৬।।

(৬২) কন্যাকুমারীতে, (৬৩) সমুদ্র-দর্শন—

তবে প্রভু আইলেন-কন্যকা-নগর।
দুর্গাদেবী দেখি' গেলা দক্ষিণ-সাগর।।১৪৭।।

(৬৪) অনন্তপুরে (অনন্তশয়ন-মন্দির (?),
(৬৫) পঞ্চাপ্সরা-সরোবরে—

তবে নিত্যানন্দ গেলা শ্রীঅনন্তপুরে।
তবে গেলাপঞ্চ-অপ্সরার সরোবরে।।১৪৮।।

(৬৬) গোকর্ণে, (৬৭) কেরলে, ও (৬৮) ত্রিগর্ত-দেশে—

গোকর্ণাখ্য গেলা প্রভু শিবের মন্দিরে।
কেরলে, ত্রিগর্তকে বুলে ঘরে ঘরে।।১৪৯।।

(৬৯) নির্বিন্ধ্যায়, (৭০) পয়োষ্ণীতে, (৭১) তাপ্তীতে—

দ্বৈপায়নী আর্যা দেখি' নিত্যানন্দ-রায়।
নির্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণী, তাপ্তী ভ্রমেণ লীলায়।।১৫০।।

(৭২) রেবায়, (৭৩) মাহিষ্মতীতে, (৭৪) মল্লতীর্থে,
(৭৫) সূর্পারকে; অতঃপর পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা—

রেবা, মাহিষ্মতী-পুরী, মল্ল-তীর্থে গেলা।
সূর্পারক দিয়া প্রভু প্রতীচী চলিলা।।১৫১।।

অশোকাভয়ামৃতাধার কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট নিত্যানন্দপ্রভু—

এইমত অভয় পরমানন্দ রায়।
ভ্রমে' নিত্যানন্দ, ভয় নাহিক কাহায়।।১৫২।।
নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে শরীর অবশ।
ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে হাসে, কে বুঝে সে রস।।১৫৩।।

পশ্চিম-ভারতে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী-সহ নিত্যানন্দের মিলন—

এইমত নিত্যানন্দপ্রভুর ভ্রমণ।
দৈবে মাধবেন্দ্র-সহ হৈল দরশন।।১৫৪।।

কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছাময় কৃষ্ণরস-রসিক শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর
মাহাত্ম্য-বর্ণন—

মাধবেন্দ্র পুরী প্রেমময়-কলেবর।
প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর।।১৫৫।।
কৃষ্ণরস বিনু আর নাহিক আহার।
মাধবেন্দ্রপুরী-দেহে কৃষ্ণের বিহার।।১৫৬।।

প্রতীচী,—(প্রত্যচ্ + ঈপ্, স্ত্রী) যে-দিকে সূর্য অস্ত যায়, পশ্চিমদিক্।।১৫১।।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী এবং শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের জনৈক গুরু। ইনিই শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সেবিত ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর (চৈঃ চঃ আদি ৯ম পঃ ১০, অন্ত্য ৮ম পঃ ৩৪)। ইঁহার পূর্বে শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ে শৃঙ্গার-রসাত্মিকা ভক্তির কোন লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইত না। ইঁহার শিষ্য—শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু, শ্রীপরমানন্দপুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দপুরী, শ্রীরঙ্গপুরী, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় প্রভৃতি। শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায় বা আম্নায়-পরম্পরায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-শাখা শ্রীগৌরগণোদ্দেশে', 'শ্রীপ্রমেয়রত্নাবলী'তে ও শ্রীগোপালগুরু-গোস্বামীর গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীভক্তিরত্নাকরেও তাহা দেখা যায়। শ্রীগৌরগণোদ্দেশে শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়াম্নায় এরূপ বর্ণিত আছে,—"পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ। তস্য শিষ্যো নারদোঽভূৎ ব্যাসস্তস্যাপ শিষ্যতাম্।। শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাৎ। ব্যাসাল্লব্ধ-কৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্যো মহাযশাঃ।। তস্য শিষ্যোঽভবৎ পদ্মনাভাচার্য-মহাশয়ঃ। তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধবদ্বিজঃ।। অক্ষোভ্যস্তস্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ। তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুস্তস্য শিষ্যোঃ মহানিধিঃ।। বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ। জয়ধর্ম মুনিস্ত শিষ্যো যদ্গণমধ্যতঃ।। শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্তু ভক্তিরত্নাবলীকৃতিঃ। জয়ধর্মস্য শিষ্যোঽভূদ্ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ। ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাম্। শ্রীমান্ লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ।। তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্মোঽয়ং প্রবর্তিতঃ। তস্য শিষ্যোঽভবচ্ছ্রীমানীশ্বরাখ্যপুরী যতিঃ।। কলয়ামাস শৃঙ্গারং যঃ শৃঙ্গারফলাত্মকঃ। অদ্বৈতঃ কলয়ামাস দাস্য-সখ্যে ফলে উভে।। ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে। জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকম্।।" শ্রীল-কবিরাজ-গোস্বামিপ্রভু-কৃত শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপ্রণাম-শ্লোক, যথা—"যস্মৈ দাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোঽভূৎ। শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্বশঃ সন্ যৎপ্রেম্না তং মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি।।" শ্রীগোপাল ও ক্ষীরচোরা গোপীনাথের প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য (চৈঃ চঃ মধ্য ৪র্থ পঃ ২১-

অদ্বৈতাচার্য-গুরু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী—

যাঁ'র শিষ্য প্রভু আচার্যবর-গোসাঞি।
কি করিব আর তাঁ'র প্রেমের বড়াই।।১৫৭।।

পরস্পরের দর্শনে পরস্পরের প্রেম-মূর্চ্ছা—

মাধবপুরীরে দেখিলেন নিত্যানন্দ।
ততক্ষণে প্রেমে মূর্চ্ছা হইলা নিস্পন্দ।।১৫৮।।
নিত্যানন্দে দেখি' মাত্র শ্রীমাধবপুরী।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই' আপনা' পাসরি'।।১৫৯।।

ভক্তিরসকল্পতরুর মূলস্কন্ধ—

'ভক্তিরসে মাধবেন্দ্র আদি-সূত্রধার'।
গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বারে বার।।১৬০।।

উভয়ের প্রেমবিহ্বলতা-দর্শনে শ্রীঈশ্বরপুরী প্রভৃতির প্রেম-ক্রন্দন—

দোঁহে মূর্চ্ছা হইলেন দোঁহা-দরশনে।
কান্দয়ে ঈশ্বরপুরী-আদি শিষ্যগণে।।১৬১।।

পরস্পরের স্পর্শে পরস্পরের প্রেম-বিকার—

ক্ষণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি দুইজন।
অন্যোঽন্যে গলা ধরি' করেন ক্রন্দন।।১৬২।।
বালু গড়িঁযায় দুইপ্রভু প্রেমরসে।
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে।।১৬৩।।
প্রেমনদী বহে দুই প্রভুর নয়নে।
পৃথিবী হইল সিক্ত ধন্য হেন মানে।।১৬৪।।
কম্প, অশ্রু, পুলক, ভাবের অন্ত নাই।
দুই-দেহে বিহরয়ে চৈতন্য-গোসাঞি।।১৬৫।।

নিত্যানন্দের মাধবেন্দ্র-মাহাত্ম্য-কীর্তন; মহাভাগবতের দর্শন-স্পর্শন-সেবনাদি সঙ্গই সমগ্র তীর্থস্নানের ফল—

নিত্যানন্দ বোলে,—"যত তীর্থ করিলাঙ।
সম্যক্ তাহার ফল আজি পাইলাঙ।।১৬৬।।
নয়নে দেখিনু মাধবেন্দ্রের চরণ।
এ প্রেম দেখিয়া ধন্য হইল জীবন।।"১৬৭।।

শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি শ্রীমাধবেন্দ্রের গাঢ় প্রেম—

মাধবেন্দ্রপুরী নিত্যানন্দে করি' কোলে।
উত্তর না স্ফুরে,—কণ্ঠরুদ্ধ প্রেমজলে।।১৬৮।।
হেন প্রীত হইলেন মাধবেন্দ্রপুরী।
বক্ষ হৈতে নিত্যানন্দে বাহির না করি।।১৬৯।।

গুরুপ্রিয়-জ্ঞানে শ্রীঈশ্বরপুরী প্রভৃতি আদর্শ গুরুদাস শিষ্যবর্গেরও শ্রীনিত্যানন্দ রতি—

ঈশ্বরপুরী-ব্রহ্মানন্দপুরী-আদি যত।
সর্বশিষ্য হইলেন নিত্যানন্দে রত।।১৭০।।

---

১৯৭)। শ্রীমাধবেন্দ্রের একাকী শ্রীবৃন্দাবন-গমন, গোবিন্দকুণ্ডতটে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট পুরীপাদকে দুগ্ধদান-ছলে কৃষ্ণের দর্শন দান (চৈঃ চঃ মধ্য ৪র্থ পঃ ২৩-৩৩ ও ১৬শ পঃ ২৭১)। সানোড়িয়া-কুলোদ্ভূত জনৈক ব্রাহ্মণকে শিষ্যত্বে অঙ্গীকার-পূর্বক তাঁহার হস্তে ভিক্ষা-গ্রহণরূপ সদাচার-প্রদর্শনদ্বারা দৈববর্ণাশ্রম-মর্যাদা-সংস্থাপন ও শুদ্ধভক্তিবিরোধী বৈষ্ণবে-জাতিবুদ্ধিকারী অদৈব-বর্ণাশ্রমী এবং মহাপ্রসাদে কুতর্ককারী প্রাকৃত-স্মার্তসমাজের পদাবলেহন-চেষ্টা-গর্হণ (চৈঃ চঃ মধ্য ১৭শ পঃ ১৬৬-১৮৫ ও ১৮শ পঃ ১২৯)। গুর্ববজ্ঞাকারী রামচন্দ্রপুরীকে ক্রোধভরে উপেক্ষা ও ভর্ৎসনা এবং ঈশ্বরপুরীর ঐকান্তিকী গুরুভক্তি-দর্শনে তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গন-প্রদান ও 'কৃষ্ণে তোমার প্রেমধন হউক' বলিয়া কৃপাশীর্বাদ (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮ম পঃ ১৬-৩০)। অপ্রাকৃত-বিপ্রলম্ভদশায় শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর "অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।। হৃদয়ং তদালোক-কাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।।" এই শ্লোক পাঠ করিতে করিতে অন্তর্ধান (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮ম পঃ ৩১-৩৫)।।১৫৪।।

মহাপ্রভু,—পাঠান্তরে 'প্রভুবর'। বড়াই,—(সংস্কৃত 'বৃদ্ধি' শব্দজ এবং প্রাকৃত 'বড়'-শব্দ হতে নিষ্পন্ন), প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রশংসা, মহিমা, গৌরব।।১৫৭।।

ভক্তিরসে,—শ্রীলক্ষ্মীপতিতীর্থ পর্যন্তই তত্ত্ববাদ-শাখার ভক্তিসূত্র। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীই শুদ্ধভক্তিরস-সূত্রের আদি সূত্রধার (চৈঃ চঃ আদি ৯ম পঃ ১০ ও অন্ত্য ৮ম পঃ ৩৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।।১৬০।।

পূর্বে তাঁহাদের অন্যান্য তীর্থযাত্রী তথা-কথিত সাধুগণকে কৃষ্ণপ্রেমবিহীন-দর্শন—

সভে যত মহাজন সম্ভাষা করেন।
কৃষ্ণপ্রেমা কাহারো শরীরে না দেখেন।।১৭১।।

কৃষ্ণবিমুখজন-সম্ভাষণ-ফলে দুঃখভরে কৃষ্ণপ্রেমিকের কৃষ্ণ-কার্ষ্ণান্বেষণ—

সভেই পায়েন দুঃখ দুর্জন সম্ভাষিয়া।
অতএব বন সভে ভ্রমেন দেখিয়া।।১৭২।।

কৃষ্ণপ্রেমিক-সঙ্গ-লাভে কৃষ্ণপ্রেমিকের বিরহ-দুঃখ-লাঘব—

অন্যোঽন্যে সে-সব দুঃখের হৈল নাশ।
অন্যোঽন্যে দেখি' কৃষ্ণপ্রেমের প্রকাশ।।১৭৩।।

মাধবেন্দ্র সঙ্গে নিত্যানন্দের কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গানন্দে কৃষ্ণান্বেষণ—

কতদিন নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র-সঙ্গে।
ভ্রমেন শ্রীকৃষ্ণকথা-পরানন্দ-রঙ্গে।।১৭৪।।

মহাভাগবত শ্রীমাধবেন্দ্রের অলৌকিক কৃষ্ণপ্রেম—

মাধবেন্দ্র-কথা অতি অদ্ভুত-কথন।
মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন।।১৭৫।।

নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেম-মদিরা-মত্ত শ্রীমাধবেন্দ্র—

অহর্নিশ কৃষ্ণপ্রেমে মদ্যপের প্রায়।
হাসে, কান্দে, হৈ হৈ করে হায় হায়।।১৭৬।।

হরিরস-মদিরা মদাতিমত্ত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু—

নিত্যানন্দ মহা-মত্ত গোবিন্দের রসে।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে অট্ট অট্ট হাসে।।১৭৭।।

উভয়ের শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাববিকার-দর্শনে শ্রীঈশ্বরপুরী প্রভৃতির নিরন্তর কৃষ্ণকীর্তন—

দোঁহার অদ্ভুত ভাব দেখি' শিষ্যগণ।
নিরবধি 'হরি' বলি করয়ে কীর্তন।।১৭৮।।

কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জন-হেতু তাঁহাদের বাহ্যপ্রতীতি-রাহিত্য বা বহির্দশা-লোপ—

রাত্রিদিন কেহ নাহি জানে প্রেমরসে।
কতকাল যায়, কেহ ক্ষণ নাহি বাসে।।১৭৯।।

মাধবেন্দ্র-সহ নিত্যানন্দের অতিগূঢ় দুর্জ্ঞেয় কৃষ্ণকথালাপ—

মাধবেন্দ্র-সঙ্গে যত হইল আখ্যান।
কে জানয়ে তাহা, কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ।।১৮০।।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর সহিত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সাক্ষাৎকারকালে গুরুদেবের নিত্যসঙ্গী সেবকবর শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী উপস্থিত ছিলেন। 'ঈশ্বরপুরী আদি'-শব্দে নবনিধি অর্থাৎ পরমানন্দ-পুরী প্রভৃতি নয়জন সন্ন্যাসীকেও বুঝাইতেছে।।

বাহ্যদৃষ্টি, মূর্ছা-ভঙ্গান্তে বহির্দশায় উপনীত।।১৬২।।

দুই প্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী।।১৬৩।।

শ্রীঈশ্বরপুরী,—কুমারহট্টে (ই, বি, আর, লাইনে 'হালিসহর' ষ্টেশনের নিকটে) বিপ্রকুলে উদ্ভূত ও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর প্রিয়তম শিষ্য। শ্রীমন্মাধবেন্দ্র ইঁহার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া 'কৃষ্ণে তোমার প্রেমভক্তি হউক' বলিয়া বর প্রদান করেন (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮ম পঃ ২৬-৩০)। গয়ায় শ্রীমহাপ্রভুর দশাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষা-লীলাভিনয়ের পূর্বে ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপনগরে আসিয়া গোপীনাথাচার্যের গৃহে একমাস-কাল বাস করেন। তৎকালে তিনি অদ্বৈতপ্রভু ও মহাপ্রভুর সহিত আলাপ করেন ও নিজ-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত' গ্রন্থ শ্রবণ করান (আদি ১১শ অঃ)। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন কুমারহট্টে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান দর্শন করিতে আগমন করেন, তখন তিনি জীবকুলকে শ্রীগুরুভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য সেইস্থানের মৃত্তিকা নিজ-বহির্বাসে সংগ্রহরূপ-লীলা-প্রদর্শন করিয়াছিলেন (আদি ১৭শ অঃ ১০১ দ্রষ্টব্য)। শ্রীঈশ্বরপুরীর স্থান দর্শন করিতে আসিয়া প্রত্যেক গৌড়ীয়-বৈষ্ণবই সেইস্থানের মৃত্তিকা লইয়া যান। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী—ভক্তি কল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর এবং 'শ্রীঈশ্বরপুরীরূপে সেই অঙ্কুরের পুষ্টি'—(চৈঃ চঃ আদি ৯ম পঃ ১১)। গোবিন্দ ও কাশীশ্বর ব্রহ্মচারিদ্বয় শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের শিষ্য; তদীয় অপ্রকট কালে তাঁহার আদেশে ইঁহাদের নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট আগমন (চৈঃ চঃ আদি ১০ ম পঃ ১৩৮, ১৩৯; মধ্য ১০ম পঃ ১৩১-১৩৪। গয়ায় মন্ত্রদীক্ষাদানচ্ছলে মহাপ্রভুর কৃপা-লাভ (চৈঃ চঃ আদি ১৭শ পঃ ৮)।

পরস্পরের বিরহ-সহনে অসামর্থ্য—

মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দে ছাড়িতে না পারে।
নিরবধি নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে।।১৮১।।

মাধবেন্দ্রের নিত্যানন্দ-স্তুতি-মাহাত্ম্য-কীর্তন—

মাধবেন্দ্র বোলে,—"প্রেম না দেখিলুঁ কোথা।
সেই মোর সর্বতীর্থ, হেন প্রেম যথা।।১৮২।।
জানিলুঁ কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।
নিত্যানন্দ-হেন বন্ধু পাইনু সংহতি।।১৮৩।।
যে-সে-স্থানে যদি নিত্যানন্দ-সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্বতীর্থ -বৈকুণ্ঠাদি-ময়।।১৮৪।।
নিত্যানন্দ-হেন ভক্ত শুনিলে শ্রবণে।
অবশ্য পাইবে কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে।।১৮৫।।
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে।।"১৮৬।।

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রতি শ্রীমাধবেন্দ্রের নিরন্তরা প্রীতি—

এইমত মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ-প্রতি।
অহর্নিশ বোলেন, করেন রতি-মতি।।১৮৭।।

মাধবেন্দ্র-প্রতি নিত্যানন্দের সর্বদা গুরুবুদ্ধি—

মাধবেন্দ্র-প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়।
গুরু-বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয়।।১৮৮।।

পরস্পর কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে বহিঃপ্রতীতি-শূন্যতা—

এইমত অন্যোঽন্যে দুই মহামতি।
কৃষ্ণপ্রেমে না জানেন কোথা দিবা-রাতি।।১৮৯।।

অতঃপর নিত্যানন্দের সেতুবন্ধ, মাধবেন্দ্রের সরযূ-যাত্রা, কৃষ্ণপ্রেমাবেশে উভয়ের বহিঃস্মৃতি-রাহিত্য—

কতদিন মাধবেন্দ্র-সঙ্গে নিত্যানন্দ।
থাকিয়া চলিলা শেষে যথা সেতুবন্ধ।।১৯০।।
মাধবেন্দ্র চলিলা সরযূ দেখিবারে।
কৃষ্ণাবেশে কেহ নিজ-দেহ নাহি স্মরে।।১৯১।।

কৃষ্ণপ্রীত্যর্থই মহাভাগবতের স্ব-প্রাণ-রক্ষণ, নচেৎ বহিঃ-সংজ্ঞায় কৃষ্ণবিরহের তীব্রতানুভবমাত্র প্রাণত্যাগেচ্ছা—

অতএব জীবনের রক্ষা সে-বিরহে।
বাহ্য থাকিলে কি সে-বিরহে প্রাণ রহে? ১৯২।।

শ্রীব্রহ্মানন্দপুরী,---শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীর জনৈক শিষ্য অর্থাৎ ভক্তিকল্পতরুর নয়টী মূলস্বরূপ নবনিধির অন্যতম (চৈঃ চঃ আদি ৯ম পঃ ১৩)। ইনি মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলার সংকীর্তন সঙ্গী ছিলেন। নীলাচলেও তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গী হইয়া আসিয়াছিলেন।।১৭০।।

মেঘ,---নবনীরদকান্তি কৃষ্ণের উদ্দীপন।।১৭৫।।

ক্ষণ নাহি বাসে,---দেশ ও কালাদি-বিষয়ে সম্পূর্ণ বাহ্য প্রতীতিশূন্য উভয়েই নিরন্তর কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে সমস্তকাল ব্যয় করিয়াও তাহা একনিমিষের দ্বাদশ-ভাগের একভাগ বলিয়াও বোধ করিলেন না।।১৭৯।।

কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ,---বিষ্ণু ও বৈষ্ণব, উভয়েরই সেব্য সর্বান্তর্যামী একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই জানেন।।১৮০।।

যাঁহারা 'আমার গুরু' এবং 'তাঁহার গুরু' প্রভৃতি মর্ত্যবুদ্ধিদ্বারা ভগবদভিন্ন গুরুতত্ত্বকে অসম্মান করেন, তাঁহারা কৃষ্ণপ্রিয়তম-জনকে গুরুত্বে বরণ করেন নাই। ব্যবহারিকজগতে মায়িক-বিচার-বুদ্ধিতে সাক্ষাদ্ভগবৎপ্রকাশ-বিগ্রহ 'গুরু'কে ভোগের বস্তু বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে। শুদ্ধভক্তগণের সহিত এই সকল উপসম্প্রদায়ের একত্র সম্মিলন বা সমন্বয় অসম্ভব। বৈষ্ণববিদ্বেষিগণের গুরুত্বে ভোগ-বুদ্ধি করাই স্বভাব; যেহেতু, "আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর। এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর।।" এই বিচার হইতে পৃথক্ বিচারই আউল, বাউল, কর্তাভজা, প্রাকৃত সহজিয়া, সখীভেকী, জাতি-গোঁসাই, গৌরনাগরী প্রভৃতি ত্রয়োদশ প্রকার অপসম্প্রদায় সৃষ্টি করে। প্রকৃত প্রস্তাবে স্বরূপলক্ষণবিশিষ্ট বিষয়বিগ্রহ সত্য পরমেশ্বর-বস্তুর সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়বিগ্রহতত্ত্বে মর্যাদা বা গুরুবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্বক জড়ভেদজ্ঞানমূলে অবর, লঘু ও জড়-বুদ্ধি স্থাপন করিলে "অর্ধকুক্কুটী" ন্যায়ানুসারে পাষণ্ডতাই প্রকাশ পাইবে। যে-স্থলে অপসম্প্রদায়ের তথা-কথিত গুরুকুল শুদ্ধবৈষ্ণবের বিদ্বেষ করেন, সে-স্থলে অপসম্প্রদায়ের তাদৃশ গুরুব্রুব যথার্থ লঘুবস্তুগুলিকে বৈষ্ণববিদ্বেষি-জ্ঞানে পরিহারপূর্বক প্রকৃত কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ জগদ্গুরু শুদ্ধবৈষ্ণবের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহারই শ্রীচরণ আশ্রয় কর্তব্য।

নিত্যানন্দ-মাধবেন্দ্র সংবাদ-শ্রবণে শুশ্রূষুর কৃষ্ণ-প্রেমোদয়—

নিত্যানন্দ-মাধবেন্দ্র, দুই-দরশন।
যে শুনয়ে, তারে মিলে কৃষ্ণপ্রেম-ধন।।১৯৩।।

(৭৬) সেতুবন্ধে—

হেনমতে নিত্যানন্দ ভ্রমে' প্রেমরসে।
সেতুবন্ধে আইলেন কতেক দিবসে।।১৯৪।।

(৭৭) ধনুস্তীর্থে, (৭৮) রামেশ্বরে,
(৭৯) বিজয়নগরে (হাম্পী?)—

ধনুস্তীর্থে স্নান করি' গেলা রামেশ্বর।
তবে প্রভু আইলেন বিজয়নগর।।১৯৫।।

(৮০) মায়াপুরীতে, (৮১) অবন্তীতে, (৮২) গোদাবরীতে,
(৮৩) সিংহাচলমে—

মায়াপুরী, অবন্তী দেখিয়া গোদাবরী।
আইলেন জিওড়-নৃসিংহদেবপুরী।।১৯৬।।

(৮৪) তিরুমলয়ে, (৮৫) কূর্মক্ষেত্রে—

ত্রিমল্ল দেখিয়া কূর্মনাথ পুণ্যস্থান।
শেষে নীলাচলচন্দ্র দেখিতে পয়ান।।১৯৭।।

(৮৬) নীলাচলে সাবরণ জগন্নাথদেব বা পুরুষোত্তম-দর্শন—

আইলেন নীলাচলচন্দ্রের নগরে।
ধ্বজ দেখি' মাত্র মূর্ছা হইল শরীরে।।১৯৮।।

দেখিলেন চতুর্ব্যূহ-রূপে জগন্নাথ।
প্রকট পরমানন্দ ভক্তবর্গ-সাথ।।১৯৯।।

দর্শনমাত্র বারংবার মূর্ছা ও ভূ-পতন এবং অষ্টসাত্ত্বিকভাব—

দেখি' মাত্র হইলেন পুলকে মূর্ছিতে।।
পুনঃ বাহ্য হয়, পুনঃ পড়ে পৃথিবীতে।।২০০।।
কম্প, স্বেদ, পুলকাশ্রু, আছাড়, হুঙ্কার।
কে কহিতে পারে নিত্যানন্দের বিকার?২০১।।

(৮৭) গঙ্গাসাগরে—

এইমত নিত্যানন্দ থাকি' নীলাচলে।
দেখি' গঙ্গাসাগর আইলা কুতূহলে।।২০২।।

নিত্যানন্দ-কৃপা-বলেই গ্রন্থকারের তদীয়
ভ্রমণ-বর্ণন-সামর্থ্য—

তাঁ'র তীর্থযাত্রা সব কে পারে করিতে?
কিছু লিখিলাঙ মাত্র তাঁ'র কৃপা হৈতে।।২০৩।।

(৮৮) পুনরায় মথুরায়—

এইমত তীর্থ ভ্রমি নিত্যানন্দ-রায়।
পুনর্বার আসিয়া মিলিলা মথুরায়।।২০৪।।

(৮৯) বৃন্দাবনে, নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেমাবেশে বহিঃস্মৃতি-রাহিত্য—

নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি।
কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবা-রাতি।।২০৫।।

শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায় ব্যতীত অপর ত্রয়োদশপ্রকার উপসম্প্রদায়, সকলেই শ্রীরূপানুগভক্তের বিদ্বেষী, সুতরাং কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে কোনপ্রকারেই প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করেন না। তজ্জন্য তাঁহারা রূপানুগ শুদ্ধভক্তের বিদ্বেষ পোষণ করিতে গিয়া প্রকৃত-প্রস্তাবে 'লঘু' হইয়া পড়েন। কৃষ্ণের প্রিয় শ্রীগুরুবর্গ সর্বদাই শ্রীরূপানুগ-বৈষ্ণবগুরুতে অনুরক্ত। উপসাম্প্রদায়িকগণ ভক্তির ছলনায় ভগবদ্বিদ্বেষীকেই 'গুরু' সাজাইয়া আপনাদিগের দম্ভ পোষণ করেন। শুদ্ধভক্তগণ তাঁহাদের সঙ্গ দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে পরিবর্জন করিয়া শ্রীরূপানুগত্যে ও শ্রীগুরুপাদপদ্মে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। 'গুরুত্বে বৃত কোন্ ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধবৈষ্ণব ও কৃষ্ণের প্রিয়তম?'' এই কথা জানিতে গিয়া যদি দেখা যায় যে, তিনি শ্রীরূপানুগগণকে হৃদয়ের বন্ধু না জানিয়া তাঁহাদের বিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাদৃশ গুরুত্বে কল্পিত ব্যক্তিকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগই কর্তব্য।।১৮৬।।

শ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে যে গুরুপরম্পরা প্রচলিত ও লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে কেহ কেহ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীরই শিষ্যরূপে, কেহ কেহ বা শ্রীলক্ষ্মীপতিতীর্থেরই শিষ্য অর্থাৎ শ্রীমাধবেন্দ্রের সতীর্থরূপ নির্দেশ করেন; (ভক্তিরত্নাকরে পঞ্চমতরঙ্গ-ধৃত প্রাচীনোক্ত শ্লোক, যথা—''নিত্যানন্দপ্রভুং বন্দে শ্রীমল্লক্ষ্মীপতি-প্রিয়ম্। মাধব সম্প্রদায়ানন্দ-বর্ধনং ভক্তবৎসলম্।।'') সতীর্থত্বাদি-বিচারও গুরুবিচার হইতে পৃথগ্ নহে; এজন্য ইতিহাস ও বর্ণনায় ভাষার ভেদ থাকিলেও উভয়ই সমত্বোদ্দেশক। স্মার্তানুগত গুরুব্রুব-সম্প্রদায় শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সহিত মর্যাদাময় সম্বন্ধ না রাখিয়া অবৈধভাবে আত্মগৌরব রক্ষা করিতে শিখিয়াছেন।।১৮৮।।

নিত্যানন্দের অযাচক-বৃত্তি—

আহার নাহিক, কদাচিৎ দুগ্ধ-পান।
সেহ যদি অযাচিত কেহ করে দান।।২০৬।।

স্বীয় প্রভু গৌরের গুপ্তনবদ্বীপ-লীলাবগতি—

নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র আছে গুপ্তভাবে।
ইহা নিত্যানন্দস্বরূপের মনে জাগে।।২০৭।।

ভবিষ্যতে গৌরের সংকীর্তনৈশ্বর্য-প্রকাশকালে নামপ্রেম-প্রচারদ্বারা তল্লীলা-সহায়তা-রূপ তৎসেবন-সঙ্কল্প—

"আপন-ঐশ্বর্য প্রভু প্রকাশিবে যবে।
আমি গিয়া করিমু আপন সেবা তবে।।"২০৮।।

সম্পূর্ণ গৌরেচ্ছা-পরতন্ত্র তদভিন্নবিগ্রহ নিত্যানন্দের মথুরায় অবস্থান, গোপাল ভাবে যামুন-তটে বিহার—

এই মানসিক করি' নিত্যানন্দ-রায়।
মথুরা ছাড়িয়া নবদ্বীপে নাহি যায়।।২০৯।।
নিরবধি বিহরয়ে কালীন্দির জলে।
শিশু-সঙ্গে বৃন্দাবনে ধূলা-খেলা খেলে।।২১০।।

আকর-বিষ্ণু সর্বশক্তিমান্ প্রভুর তৎকালে প্রেমদানলীলা-সঙ্গোপন—

যদ্যপিহ নিত্যানন্দ ধরে সর্ব শক্তি।
তথাপিহ কা'রেহ না দিলেন বিষ্ণুভক্তি।।২১১।।

স্বীয় প্রভু গৌরের সংকীর্তনৈশ্বর্য-প্রকাশকালে নিজ-প্রেম-ভক্তি-প্রদানলীলা-প্রকাশার্থ তদাদেশাপেক্ষা—

যবে গৌরচন্দ্র প্রভু করিবে প্রকাশ।
তা'ন সে আজ্ঞায় ভক্তিদানের বিলাস।।২১২।।

স্বয়ংরূপ ভগবান্ গৌর-কৃষ্ণের স্বারস্যানুযায়ী আদেশ-পালন-রূপ দাস্যেই যাবতীয় সেবকবর্গের মহত্ত্ব বা মাহাত্ম্য-প্রসিদ্ধি—

কেহ কিছু না করে চৈতন্য-আজ্ঞা বিনে।
ইহাতে 'অল্পতা' নাহি পায় প্রভু-গণে।।২১৩।।

শেষ-শিব-ব্রহ্মাদি সকলেরই স্ব-স্ব-অধিকারে সর্বেশ্বরেশ্বর গৌর-কৃষ্ণের আজ্ঞা পালনরূপ দাস্য—

কি অনন্ত, কিবা শিব-অজাদি দেবতা।
চৈতন্য-আজ্ঞায় হর্তা-কর্তা পালয়িতা।।২১৪।।

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ও শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু, উভয়েই কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া কৃষ্ণবিমুখ প্রাকৃত-বহির্জগতের দিবারাত্রির কোন সংবাদ রাখেন নাই।।১৮৯।।

কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত জীবনে ভগবদ্বিরহ-দুঃখের তীব্রতানুভূতি থাকিলে ভগবদ্‌বিরহে প্রাণ সংরক্ষিত হইতে পারে না। তজ্জন্য বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া অপ্রাকৃত অন্তর্দশায় নিরন্তর অপ্রতিহত প্রেমানন্দে অবস্থান-কালে সুদুঃসহ ভগবদ্‌বিরহ সত্ত্বেও প্রেমানন্দ-সেবার পুষ্টি ও বৃদ্ধি-হেতু প্রাণ-ধারণ সম্ভব হয়। (চৈঃ চঃ মধ্য ২য় পঃ ৪৩-৪৭)---"অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ-হেম, সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়। যদি হয় তার যোগ না হয় তবে বিয়োগ, বিরহ হইলে কেহ না জীয়য়।। এত কহি' শচীসুত, শ্লোক পড়ে অদভূত, শুনে দুঁহে একমন হঞা। আপন-হৃদয় কাজ, কহিতে বাসিয়ে লাজ, তবু কহি লাজবীজ খাঞা।" "ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্। বংশীবিলাসাননলোকং বিনা বিভর্মি যৎপ্রাণতঙ্গকান্ বৃথা।।"-----দূরে শুদ্ধপ্রেমবন্ধ, কপট-প্রেমের গন্ধ, সেই মোর কৃষ্ণে নাহি হয়। তবে যে করি ক্রন্দন, স্ব-সৌভাগ্য-প্রখ্যাপন করি ইহা জানিহ নিশ্চয়।। যাতে বংশীধ্বনি-সুখ, না দেখি' সে চাঁদমুখ, যদ্যপি নাহিক 'আলম্বন'। নিজ-দেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি, প্রাণকীটের করিয়ে ধারণ।।"১৯২।।

নীলাচলচন্দ্রের নগরে,---জগদীশ-ক্ষেত্রে, পুরীধামে।।১৯৮।।

চতুর্ব্যূহ--আদি-চতুর্ব্যূহ-বাসুদেব-সংকর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাত্মক শ্রীজগন্নাথ অর্থাৎ দ্বারকাধীশ।

প্রকট......সাথ,---আনন্দলীলাময়বিগ্রহ নন্দনন্দন তদীয় লীলা-সহায় সেবকগণ-সহ নীলাচলে (পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে প্রকট বা অবতীর্ণ হইয়াছেন।।১৯৯।।

আছাড়,---(চলিত-ভাষায় ব্যবহৃত), ভূতলে পতন।।২০১।।

মানসিক,---মানস, মনন, ইচ্ছা, অভিলাষ, অভিপ্রায়।।

অদ্বিতীয় পরমেশ্বর গৌর-কৃষ্ণের আজ্ঞা ও নিখিল সেবকবর্গের আজ্ঞা-পালন-মাহাত্ম্য-শ্রবণে জড়-ভোগবুদ্ধিবশে গৌর-কৃষ্ণের অসমোর্ধ্বসেব্যত্ব-বিরোধী, ঈর্ষা-দ্বেষকারী ভেদবাদী পাষণ্ডিগণের অস্পৃশ্যত্ব—

ইহাতে যে পাপীগণ মনে দুঃখ পায়।
বৈষ্ণবের অদৃশ্য সে পাপী সর্বথায়।।২১৫।।

নিত্যানন্দ-কৃপা-বলেই সকলের কৃষ্ণপ্রেমলাভ খ্যাতি—

সাক্ষাতেই দেখে সবে এই ত্রিভুবনে।
নিত্যানন্দ-দ্বারে পাইলেন প্রেমধনে।।২১৬।।

নিত্যানন্দৈকনিষ্ঠ ভক্তরাজ গ্রন্থকারের নিত্যানন্দ-স্তুতি-মহিমা-কীর্তন; গৌর-কৃষ্ণের নিরন্তর কীর্তনরত আদি-অভিন্ন সেবকবর নিত্যানন্দ-রাম—

চৈত্যনের আদি-ভক্ত নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্যের যশ বৈসে যাঁহার জিহ্বায়।।২১৭।।

নিরন্তর গৌরকীর্তনরত গুরু-নিত্যানন্দ-সেবনেই অচিদ্দাস্য (অনর্থ)-নিবৃত্তি ও গৌরভক্তি-লাভ—

অহর্নিশ চৈতন্যের কথা প্রভু কয়।
তাঁ'রে ভজিলে সে চৈতন্যভক্তি হয়।।২১৮।।

আদি প্রকাশবিগ্রহ নিত্যানন্দ-কৃপা-বলেই গৌরতত্ত্ব স্ফূর্তি—

আদিদেব জয় জয় নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্য-মহিমা স্ফুরে যাঁহার কৃপায়।।২১৯।।

গৌর-কৃপায়ই নিত্যানন্দে শ্রদ্ধোদয়, নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-স্ফূর্তিতে সর্বানর্থ-নাশ—

চৈতন্য-কৃপায় হয় নিত্যানন্দে রতি।
নিত্যানন্দে জানিলে আপদ্ নাহি কতি।।২২০।।

গুরু-নিত্যানন্দের কৃপা ও সেবা-প্রভাবেই ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুর বিন্দুলাভে জীবের যোগ্যতা—

সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে, সে ভজুক নিতাইচান্দেরে।।২২১।।
কেহ বোলে,—"নিত্যানন্দ যেন বলরাম।"
কেহ বোলে,—'চৈতন্যের বড় প্রিয়ধাম।।'২২২।।

গুরু-নিত্যানন্দের বাহ্য-পরিচয় দর্শন রহিত তদেকনিষ্ঠ গ্রন্থকারের আদর্শ সেবা-নিষ্ঠা—

কিবা যতি নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জ্ঞানী।
যার যেন মত ইচ্ছা, না বোলয়ে কেনি।।২২৩।।
যে-সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
তবু সেই পাদপদ্ম রহুক হৃদয়ে।।২২৪।।

গুরু-নিত্যানন্দৈকনিষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য গ্রন্থকারের গুরু-নিত্যানন্দ বিদ্বেষী পতিত-বিমুখ-জীবে দণ্ডপ্রদানচ্ছলে অহৈতুকী অমন্দোদয় দয়া—

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তা'র শিরের উপরে।।২২৫।।

স্বয়ং শ্রীগৌরকৃষ্ণাভিন্ন দ্বিতীয়তনু শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ বলদেবস্বরূপ ও একমাত্র গৌর-কৃষ্ণ- প্রেমের সন্ধানপ্রদাতা হইয়াও স্বীয় নিত্যসেব্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা বা তাঁহার নামপ্রেমপ্রচার-লীলা-কাল বা ইচ্ছা অতিক্রমপূর্বক তীর্থোদ্ধার কালে-শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কাহাকেও কৃপা অথবা শ্রীনামপ্রেম বিতরণ বা প্রচার করেন নাই (পূর্বোক্ত ২০৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। স্বতন্ত্র ঈশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভু যে-কালে স্বেচ্ছাক্রমে অহৈতুকী-কৃপা-বশে দীন-জীবের নিকট স্বীয় তত্ত্ব প্রকাশ করিবেন, তৎকালে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও তাঁহার সহিত আপামর জীবের দ্বারে-দ্বারে হরিনাম-প্রেম-প্রদান-প্রচার লীলা প্রকাশ করিবেন।।২১১-২১২।।

অতএব শ্রীনিত্যানন্দের পদানুসরণপূর্বক মর্যাদা-লঙ্ঘন করিয়া কোন নিঃশ্রেয়সার্থীই শ্রীভগবান্ বা তদীয় স্বশক্তিস্বরূপ বৈষ্ণব-গুরুদেবের বর্তমানতায় স্বয়ং গুর্বভিমানী হইয়া কৃষ্ণকথা-কীর্তন-ছলে উচ্চভাষা বা নিজের জড়াহঙ্কার প্রকাশ করিয়া আস্ফালন করেন না। এজন্য শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্ব-কৃত 'কল্যাণকল্পতরু'-নামক শুদ্ধভক্তিময়ী গীতিগ্রন্থে এরূপ লিখিয়াছেন,---"আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে, অমানী না হব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে, হইব নিরয়গামী।।" জীবের নিত্যসেব্য-প্রভু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও তদীয় দাসগণের কায়মনোবাক্যে আজ্ঞা-পালনই বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা; উহাই অপ্রাকৃত শুদ্ধ চিৎস্বরূপাভিমান; তাহা নশ্বর জড়ের অল্পত্ব, খণ্ডত্ব বা ক্ষুদ্রত্বের অতীত পরম উপাদেয়। আর ইন্দ্রিয়-ভোগ্য জড়ের আধিক্য বা প্রভুত্ব---প্রকৃতপক্ষে জড়েরই হেয়তা ও কুণ্ঠতাময় দাস্য এবং ক্ষুদ্রত্বেরই সূচক নামান্তর-মাত্র।।২১২-২১৩।।

অদ্বৈতাদি গৌরভক্তের নিত্যানন্দ-প্রতি শ্লেষোক্তির বা ব্যাজ-স্তুতির গূঢ়-তাৎপর্য অনভিজ্ঞ মূঢ়-জীবকে নিত্যানন্দ প্রতি অসম্মান-নিষেধার্থ সতর্কীকরণ—

কোন চৈতন্যের লোক নিত্যানন্দ-প্রতি।
'মন্দ' বোলে, হেন দেখ,—সে কেবল 'স্তুতি'।।২২৬।।

সিদ্ধ মুক্ত অদ্বয়জ্ঞান-সেবকগণের পরস্পর বহিঃপ্রতীত সাপত্ন্য-প্রতিম ভাবনিচয়—তৎপ্রেমেরই পোষক—

নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণবসকল।
তবে যে কলহ দেখ, সব কুতূহল।।২২৭।।

জড়ভোগেচ্ছা বা ভেদ-মূলে অদ্বয়জ্ঞান সেবকগণের ক্রিয়া-মুদ্রানভিজ্ঞ মূঢ় পরচর্চাকারীর প্রাকৃত জীব-বুদ্ধিতে বিদ্বেষ-বশে পক্ষান্তর-গ্রহণ—সর্বনাশজনক—

ইথে একজনের হইয়া পক্ষ যেই।
অন্য-জনে নিন্দা করে, ক্ষয় যায় সেই।।২২৮।।

গুর্ববজ্ঞা-হীন শ্রৌতপন্থি-নিত্যানন্দদাসানুগত্যেই গৌরপ্রাপ্তি—

নিত্যানন্দস্বরূপে সে নিন্দা না লওয়ায়।
তান পথে থাকিলে সে গৌরচন্দ্র পায়।।২২৯।।

গ্রন্থকারের স্বাভীষ্টদেব ভক্তযূথবেষ্টিত গৌর-নিত্যানন্দ-পদ-দর্শন লালসা বা সৌভাগ্য-বাঞ্ছা—

হেন দিন হৈব কি চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দিকে ভক্তবৃন্দ।।২৩০।।

নিত্যানন্দকে একমাত্র প্রভু-জ্ঞানে তদ্দাস্য-সম্বন্ধ-সূত্রে গৌর-ভজনে গ্রন্থকারের লালসা—

সর্বভাবে স্বামী যেন হয় নিত্যানন্দ।
তাঁ'র হইয়া ভজি যেন প্রভু-গৌরচন্দ্র।।২৩১।।

ইষ্টদেব নিত্যানন্দ-স্থানে ভাগবতাধ্যয়নার্থ সাক্ষাদ্ ব্যাসাবতার গ্রন্থকারের আশা—

নিত্যানন্দস্বরূপের স্থানে ভাগবত।
জন্মে জন্মে পড়িবাঙ,—এই অভিমত।২৩২।।

অর্থাৎ অনন্ত (বিষ্ণু)---পালক, অজ (ব্রহ্মা)---সৃষ্টি কর্তা এবং শিব (হর)---হর্তা (সংহরণকারী)।।২১৪।।

নিরন্তর শ্রীগৌরকৃষ্ণকীর্তনকারী শ্রীনিত্যানন্দ-গুরুদেবের ও তদনুগ-বৈষ্ণবের ভজন করিলেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রতি জীবাত্মার শুদ্ধসেবা-বৃত্তি বৃদ্ধি পায়।।২১৮।।

শ্রীনিত্যানন্দ রামের নিষ্কপট-চরণাশ্রয়-প্রভাবেই জীব বদ্ধদশা হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দের দশপ্রকার গৌরকৃষ্ণসেবাধিকারের আনুগত্য করিতে সমর্থ হয়। শ্রীঠাকুর নরোত্তম বলেন,—"হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়।।" মুক্ত-পুরুষগণেরই শ্রীনিত্যানন্দানুগত্যে শ্রীগৌরসেবা সাগরে নিমগ্ন হইবার যোগ্যতা বর্তমান।।২২০।।

কেহ কেহ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে শ্রীলক্ষ্মীপতি-তীর্থের শিষ্য-জ্ঞানে 'সন্ন্যাসী' বলিয়া মনে করেন, কেহ কেহ বা নিত্যানন্দপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেম দর্শন করিয়া তাঁহাকে বেদান্ত-শাস্ত্রে অধীতবিদ্য 'বৈরাগ্যবান্ পুরুষ' বলিয়া জানেন। আমার প্রভুর সম্বন্ধে যিনি যেরূপ উক্তি করুন না কেন, অথবা আমার ইষ্টদেব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত অতিসামান্য সেবকসূত্রেই সম্বন্ধযুক্ত হউন না কেন, আমি সেই সকল অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া সেই নিত্যানন্দের পাদপদ্মকে আমার নিত্যারাধ্য প্রভুজ্ঞানে হৃদয়ে সংস্থাপন করিব।।২২৩-২২৪।।

পরিহার,---দোষাপনয়ন, দোষস্খালন; প্রার্থনা, সমর্পণ; বর্জন; উপেক্ষা।।

শ্রীনিত্যানন্দের মহিমায় ঈর্ষাপর হইয়া যে-সকল নারকী তাঁহার নিন্দা করে, তাহাদিগের ভগবন্মর্যাদা-লঙ্ঘনের পুনঃচেষ্টা চিরতরে অপনোদন করিয়া নিত্যকল্যাণ সাধন ও সুমতি-আনয়নের নিমিত্ত মস্তকে পদাঘাত করিতেও প্রস্তুত আছি। মহা-পাষণ্ডীর প্রতিও অমন্দোদয়া-দয়াময় শ্রীঠাকুর মহাশয়ের উক্তিদ্বারা শুদ্ধা সরস্বতী দেবী জগতে অত্যুজ্জ্বল অক্ষরে তাদৃশ শ্রীনিত্যানন্দ-গুরু-সেবকের দৃঢ়নিষ্ঠা-প্রদর্শনপূর্বক এই তাৎপর্য শিক্ষা দিলেন যে, স্ব-হিত সাধনে নিতান্ত পরাঙ্মুখ ও নিরয়-পথে ধাবিত হইবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর, শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্বানভিজ্ঞ মূঢ়-লোকের নিকট বিরাগভাজন হইয়াও শ্রীঠাকুর-মহাশয় এবং তদনুগত যথার্থ আচার ও প্রচারকারী শুদ্ধভক্তগণ দীন-জীবের প্রতি নিঃস্বার্থ অহৈতুককৃপাময়। শ্রীনিত্যানন্দ-গুরুদাস সাক্ষাদ্ব্যাসাবতার বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল ঠাকুর-বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত পদাঘাতাভিনয়-কালে একটী ধূলিকণাও যে-সকল সৌভাগ্যবান্ নিন্দকের শিরে পতিত হইবে,

স্বতন্ত্র-গৌরেচ্ছা-ক্রমেই তদিচ্ছা-পরতন্ত্র গ্রন্থকারের ইষ্টদেব-পদ-প্রাপ্তি ও তদ্‌বিচ্ছেদ—

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র।
দিলাও নিলাও তুমি প্রভুনিত্যানন্দ।।২৩৩।।

গৌর-সমীপে অভীষ্টদেব-যুগল-পদে গ্রন্থকারের নিত্যাভিনিবেশ-প্রার্থনা—

তথাপিহ এই কৃপা কর, মহাশয়।
তোমাতে তাঁহাতে যেন চিত্তবৃত্তি রয়।।২৩৪।।

তাঁহাদের সর্বতোভাবে সুমঙ্গল অর্থাৎ অনর্থ নিবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। শ্রীবিষ্ণু বৈষ্ণবের এতাদৃশী মহা করুণা—স্ব-হিতাহিতানভিজ্ঞ নির্বোধ অভক্তের বুদ্ধির বা কল্পনার অতীত। সাক্ষাৎ শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের অনুগত শুদ্ধ-গৌরকৃষ্ণভক্তির আচার ও প্রচারকারিগণের নিত্যমঙ্গলময় প্রযত্ন ও ব্যবহারে একদিকে যেমন বিমুখ পতিত জীবের প্রতি স্থূলভাবে দণ্ডের অভিনয়, অপরদিকে তেমনই সূক্ষ্মভাবে তৎপ্রতি অসীম কৃপা নিহিত।।২২৫।।

কোন শুদ্ধ গৌরভক্তই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিন্দা করিতে বা সহ্য করিতে পারেন না। যদি কেহ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রতি শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর উক্তিসমূহকে 'নিন্দা' বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে উহা তাঁহার বুঝিবার ভ্রম ও অপরাধ মাত্র। বস্তুতঃ নিত্যানন্দের স্তব করিবার উদ্দেশেই কথিত নিন্দার ছলনাকে (ব্যাজস্তুতিকে) 'নিত্যানন্দ-নিন্দা' মনে করিয়া সকল জীবের একমাত্র গতি ও আশ্রয়স্থল শ্রীনিত্যানন্দ চরণের প্রতি অশ্রদ্দধান হইতে হইবে না।।২২৬।।

নিত্যানন্দের আপাত-প্রতীয়মান নিন্দাচ্ছলে অদ্বৈত প্রমুখ শুদ্ধ-গৌরভক্তগণের যে তৎসহ কলহাভিনয়, তাহা শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি জীবের সেবা- কৌতুহল উৎপাদন বা বর্ধন করিবার জন্যই, জানিতে হইবে; যেহেতু শ্রীগৌরভক্তগণ সকলেই নিত্যশুদ্ধ ও শুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানবান্। তাঁহাদের মধ্যে কোন 'অজ্ঞান' অর্থাৎ 'বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রতি দ্বন্দ্ব, বৈমুখ্য বা বিরোধ ভাব' থাকিতেই পারে না।।২২৭।।

যদি কেহ স্বীয় দুর্ভাগ্যক্রমে জড়ভেদ-বুদ্ধি-বশে কৃষ্ণসুখ তৎপর সিদ্ধমুক্ত ভক্তগণের প্রণয়কলহকে স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যাঘাত-ক্ষুব্ধ বদ্ধজীবগণের পরস্পর দ্বন্দ্ব সদৃশ-জ্ঞানে একপক্ষ গ্রহণ করিয়া অপর-পক্ষের নিন্দাবাদ করে, তবে তাহার অদূর দর্শিতার ফলে সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। অদ্বয়জ্ঞান শ্রীগৌরকৃষ্ণের লীলা-পুষ্টির জন্য যে সকল অপ্রাকৃত পরমোপাদেয় অনুকূল ও প্রতিকূল পক্ষ অতিচমৎকাররূপে তৎপ্রতি স্ব-স্ব অনুরাগ মহিমা বর্ধন করে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া যদি কেহ ভোগবুদ্ধি-মূলে কর্মবিচারে একের প্রশংসা এবং অন্যের গর্হণ করে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা সে নিজের অমঙ্গল অর্থাৎ সর্বনাশই সাধন করিবে।।২২৮।।

স্বয়ং বা অপর-কর্তৃক শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নিন্দাবাদ-কার্যে কোন প্রকার সহায়তা না করিয়া নিঃশ্রেয়সার্থী জীব নিজে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত থাকিলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা লাভে যোগ্য হইতে পারেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অনুগমন করিলেই শ্রীগৌর-কৃপা-কটাক্ষ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দের সেবন-ছলনায় স্বতঃপরতঃ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর গর্হণ বা মাহাত্ম্য খর্ব করিবার প্রয়াস নিশ্চয়ই নিরয়জনক।।২২৯।।

স্বামী,—এই 'স্বামি' শব্দ দেখিবা-মাত্র কেহ যেন গৌর নাগরীর ন্যায় 'নিত্যানন্দ-ভর্তৃকা' হইবার প্রয়াস না করেন। শ্রীগুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আনুগত্যে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভুর সেবা-ব্রতই গৌরভক্ত গ্রন্থকারের নিত্য অভিলাষ। শ্রীনিত্যানন্দের আনুগত্যে তাঁহাকেই প্রভুরূপে বরণপূর্বক তাঁহারই সম্পাদ্য ও স্বাধিকারায়ত্ত শ্রীগৌরসেবার অনুকূলভাবে সহায়তা-প্রচেষ্টায় শ্রীগ্রন্থকারের গৌর-ভজনানুরাগ নিহিত।।২৩১।।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আমাকে শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ হৃদয়ে ধারণ করিবার শক্তি সঞ্চার করিলে, তাঁহার ভৃত্য-সূত্রে আমি অনুক্ষণ তৎসমীপে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়া তাঁহারই নিকট হইতে শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত ও তদনুমোদিত সেবাপ্রণালী হৃদয়ে নিরন্তর ধারণ করিব। নিজস্বার্থের বশবর্তী হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ-গুরুদেবের পাদপদ্ম লঙ্ঘনপূর্বক যেন অভিন্ন নিত্যানন্দ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থকে ইন্দ্রিয়তোষণপর পণ্যদ্রব্য বলিয়া জ্ঞান না করি।।২৩৩।।

গৌরকৃপা-বলেই নিত্যানন্দ-প্রাপ্তি—

তোমার পরম-ভক্ত নিত্যানন্দ-রায়।
বিনা তুমি দিলে তাঁ'রে কেহ নাহি পায়।।২৩৫।।

গৌরের সংকীর্তনৈশ্বর্য প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত নিত্যানন্দের বৃন্দাবনে কৃষ্ণান্বেষণ—

বৃন্দাবন-আদি করি' ভ্রমে' নিত্যানন্দ।
যাবৎ না আপনা' প্রকাশে' গৌরচন্দ্র।।২৩৬।।

নিত্যানন্দের তীর্থোদ্ধার-শ্রবণে জীবের কৃষ্ণপ্রেম লাভ—

নিত্যানন্দস্বরূপের তীর্থ-পর্যটন।
যেই ইহা শুনে, তারে মিলে প্রেমধন।।২৩৭।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান।।২৩৮।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দস্য বাল্যলীলা-তীর্থযাত্রা-কথনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমন্মহাপ্রভু আমার ন্যায় দীনজনের প্রতি অহৈতুকী কৃপা প্রকাশ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে আমার শ্রীগুরুরূপে প্রদানপূর্বক অনুগ্রহ বিতরণ করিয়াছেন এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর লীলা-সঙ্গোপনে তিনিই আবার তাঁহাকে আমার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। হে প্রভো, তাঁহার এবং তোমার লীলা-সঙ্গোপন-হেতু অদর্শনে আমার চিত্তবৃত্তি যেন অন্যত্র ধাবিত না হয়,---এরূপ কৃপা করিও। আমি যেন চিরদিনই তোমার উভয়ের পাদপদ্ম-সেবায় আমার অবশ বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সংলগ্ন রাখিতে পারি; ---এই উক্তিদ্বারা গ্রন্থকার প্রত্যেক শ্রীগুরুদাসকে দৈন্য ও স্বরূপধর্ম শিক্ষা প্রদান করিলেন।।২৩৪।।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে কোন জীবের নিকট প্রকটিত না করাইলে কাহারও তদীয় শ্রীচরণ লাভ করিবার সামর্থ্য হয় না। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিন্ন তনু সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদাশীল সেবকপ্রবর।।২৩৫।।

শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ নামপ্রেমবিতরণ-লীলা-বিস্তারের পূর্ব-পর্যন্ত নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীধাম-বৃন্দাবনাদি বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণ করিতেছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর বিদ্যা-বিলাসাদি গূঢ় আত্মগোপন-লীলান্তে যেকাল-পর্যন্ত না অন্তরঙ্গ-ভক্তগণের নিকট স্বীয় মহাবদান্য-লীলা প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তৎকালাবধি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহারই অদর্শন-বিরহে কাতর হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে বিভিন্ন কৃষ্ণবসতিস্থলে তদন্বেষণলীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।।২৩৬।।

ইতি গৌড়ীয় ভাষ্যে নবম অধ্যায়।